NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ পাঁশকুড়া-কাণ্ডে তৃণমূলকে নিশানা, মুখ্যমন্ত্রীকে ‘প্রাক্তন’ করার ডাক শুভেন্দুর

মহালয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম জানাল আবহাওয়া দপ্তর ৩

কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৩ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ১০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.09.2025, Vol.19, Issue No. 101, 8 Pages, Price 3.00

বাণিজ্য বৈঠকের পরই শুল্ক জট কাটার ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুল্ক নিয়ে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে সমস্যা শীঘ্রই মিটে যেতে পারে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানালেন দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন। তাঁর কথায়, আগামী ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে শুল্ক-সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় বণিকসভার এক সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলেন নাগেশ্বরন। ওই সময়েই শুল্ক এবং বাণিজ্য প্রসঙ্গে ভারত-আমেরিকার কূটনৈতিক সমীকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘দু’দেশের সরকারের মধ্যেই আলোচনা চলছে। আমার মতে, ভারতীয় পণ্যের উপর আমেরিকার চাপানো শুল্কের বিষয়ে আগামী ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে একটি সমাধান দেখা যাবে।’ নাগেশ্বরনের মতে, রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে ভারতের উপর যে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছে তা উঠে যেতে পারে। এ ছাড়া প্রথমে যে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছিল, তা-ও কমে ১০-১৫ শতাংশের মধ্যে কিছু স্থির হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।

গত মঙ্গলবার দিল্লিতে ভারত এবং আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকের পরে প্রথম এমন কোনও বক্তব্য এল কেন্দ্রের তরফে। বস্তুত, মঙ্গলবারের বৈঠকের পরে ভারত এবং আমেরিকা, দু’পক্ষই জানিয়েছিল বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে। তবে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য করেনি কোনও পক্ষই। এ অবস্থায় ভারতের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টার মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষিত বেকারদের ভাতা

■ বিহারের ভোটে জিততে মোদী-নীতীশদের ভরসা সেই খয়রাতি। ভোটের মাত্র মাস দুয়েক আগে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, এবার থেকে বিহারের ২০-২৫ বছর বয়সি সব বেকার যুবক-যুবতী মাসিক ১ হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। দু’বছর পর্যন্ত রোজগার না পেলে ওই ভাতা দেওয়া চলবে।

খতম মাও-নেত্রী

■ ছত্তিশগড়ে ফের মাও-দমন অভিযান। নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে মৃত্যু হল এক মাওবাদী নেত্রীর। তাঁর মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্রসস্ত্রও। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে সুকমা জেলার গুফদি এবং পারমাপাড়া গ্রামের মাঝে জঙ্গল ঘেরা পাহড়ি এলাকায় অভিযান চালায় ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)।

নতুন হারে জিএসটি পুজোর মুখে উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধুমাত্র করের হার কমিয়ে মানুষকে স্বস্তি দেওয়াই নয়, বরং সংস্কার ও সরলীকরণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক কর ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলাই নতুন যুগের জিএসটি সংস্কারের উদ্দেশ্য বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানিয়েছেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে বৃহস্পতিবার নেক্সট জেনারেশন জিএসটি রিফর্মস কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে পণ্য পরিষেবা কর সংস্কারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

তিনি জানান, ৮ বছর আগে চালু হওয়া পণ্য পরিষেবা কর কাঠামো ঢেলে সাজানোর আগে প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজ্যগুলির মতামত নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, শুধু করহার কমানো নয়, আয়কর আইনেরও যুগোপযোগী সংস্কার করা হয়েছে। মাত্র ৮ মাসের মধ্যে এই সংস্কার কার্যকর হয়েছে। নতুন জিএসটি সংস্কারে প্রত্যেক নাগরিক উপকৃত হবেন বলে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, পুজোর আগে উপহার হিসেবে দেবীপক্ষের শুরুতেই নতুন হারে জিএসটি চালু হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতেও বড় স্বস্তি এসেছে। চিকিৎসা বিমায় জিএসটি থেকে ছাড়, জীবনদায়ী ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীতে কর ছাড় স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

নির্মলার মতে, ফিন্যান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী জিএসটি কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্ববর্তী চারটি ধাপ, ৫ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৮ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশ, পুনর্বিবেচনা করে নতুন সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। নতুন রিফর্মের মাধ্যমে ১২ শতাংশ স্ল্যাবের ৯৯ শতাংশ পণ্য ৫ শতাংশতে নেমেছে, ২৮ শতাংশ স্ল্যাবের ৯০ শতাংশ পণ্য ১৮ শতাংশতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ১০ শতাংশ বিশেষ পণ্য ৪০ শতাংশ স্ল্যাবের আওতায় এসেছে।

তিনি আরও জানান, কৃষক, মধ্যবিত্ত এবং এমএসএমই খাত বিশেষভাবে উপকৃত হবে। পণ্যের তালিকা পুনঃবিন্যাসে রাজ্যে বিশেষ জিনিসগুলোর দামও কমানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের চামড়ার পণ্য, বাঁকুড়ার টেরাকোটা, মাদুর কাঠি, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমুন্ডির মুখোশ, শোলার কাজ, নকশী কাঁথা, মালদার আম, দার্জিলিং চা, জুট ব্যাগ এবং হোসিয়ারি পণ্য উল্লেখযোগ্যভাবে সুবিধা পাবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা অর্থমন্ত্রীর

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, জিএসটি কাউন্সিল একটি সাংবিধানিক সংস্থা। প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে জিএসটি সংস্কারের কথা ঘোষণা করায় বিরোধীরা প্রশ্ন তুললেও, বাস্তবে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আগেই। রাজ্যগুলির মতামত নিয়েই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজস্ব ক্ষতির দায় যৌথভাবে ভাগ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর আদায়ের ৫০ শতাংশের মধ্যে ৪১ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়। বিরোধীশাসিত রাজ্য-সহ সব রাজ্যই এব্যাপারে গঠনমূলক মনোভাব নিয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, এই সংস্কারের লক্ষ্য, এবার থেকে ৯০ শতাংশ রিফান্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, ‘নেতৃত্ব ঠিক হলে সব সম্ভব।’

খুনে অভিযুক্তকে আড়াল, হেডমাস্টারকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামপুরহাটে আদিবাসী ছাত্রী হত্যাকাণ্ডে এবার জনতার রোষে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর উপর চড়াও হন স্থানীয়রা। চলে বেধড়ক মারধর। উদ্ধার করতে গেলে ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়িতেও। স্থানীয়দের অভিযোগ, ধৃত শিক্ষক মনোজ পালের স্বভাব সম্পর্কে জানতেন প্রধান শিক্ষক। তা সত্ত্বেও নাকি কোনওদিন কোনও পদক্ষেপ করেননি। উলটে তাঁকে আড়াল করতেন বলেই অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, যে স্কুলের শিক্ষক মনোজ, সেখানকার হেডস্যার গোটা বিষয়টা জানতেন। শিক্ষকের স্বভাবও তাঁর অজানা ছিল না। সেই কারণেই স্থানীয়দের রোষে এবার প্রধান শিক্ষক। তিনি পদক্ষেপ করলে নাবালিকার এই পরিণতি হত না বলেই দাবি করে এদিন সকালে স্কুলে চড়াও হন স্থানীয়রা। টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসা হয় প্রধান শিক্ষককে। মারধরের জেরে ছিঁড়ে যায় জামা। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে কোনওক্রমে উদ্ধার করে আক্রান্তকে।

আদিবাসী ছাত্রী হত্যাকে কেন্দ্র করে বুধবার থেকেই চর্চায় রামপুরহাট। এদিনই অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ পালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় খুনের কথা স্বীকারও করে নিয়েছে সে। এরপরই প্রকাশ্যে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য।

পাশে আছি, সুশীলাকে ফোন মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকিকে ফোন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রথম ফোনে কথা হল দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

সমাজমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা নিয়ে চলতি মাসের শুরুতে ছাত্র-যুবর আন্দোলন শুরু হয় নেপালে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের মুখে ৯ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে বেছে নেওয়া হয় সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

সুশীলাকে। গত ১২ সেপ্টেম্বর দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন ৭৩ বছরের সুশীলা। তার পর থেকে তাঁকে একাধিক বার অভিনন্দন জানিয়েছেন মোদী। সুশীলার প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভকে ‘নারী ক্ষমতায়নের’ উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলেও অভিহিত করেছেন তিনি। কখনও আবার নেপালের তরুণ তুর্কি তথা ‘জেন-জি’র প্রশংসাও শোনা গিয়েছে মোদীর মুখে। তবে এই প্রথম ফোনে কথা হল দু’দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের।

বৃহস্পতিবার সকালে সুশীলার সঙ্গে কথা হয়েছে মোদীর। নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, বর্তমান নেপালে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে ভারতের সমর্থনের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ নেপালের জাতীয় দিবস। তার আগে নেপালের নয়া প্রধানমন্ত্রী-সহ গোটা দেশের জনগণকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মোদী।

এ প্রসঙ্গেই এক্স হ্যান্ডলে মোদী লেখেন, ‘নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধামন্ত্রী সুশীলা কারকির সঙ্গে কথা হল।

‘প্রমাণ’ পেশ রাহুলের, দাবি নস্যাৎ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর: ফের ‘ভোটচুরি’ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন রাহুল গান্ধি। এবারে তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পনামাফিক নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, কোথাও আবার অবৈধ ভাবে ভোটারদের নাম ঢোকানো হচ্ছে। যদিও কংগ্রেস নেতার যাবতীয় দাবি ওড়াল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার কমিশন জানায়, সাংবাদিক সম্মেলনে তোলা রাহুলের সমস্ত অভিযোগ ‘ভুল এবং ভিত্তিহীন’। এইসঙ্গে কমিশনের তরফে বলা হয়, কেউ অনলাইনে কোনও ভোটারের নাম মুছে ফেলতে পারে না।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, গণতন্ত্রের হত্যাকারী’দের সুরক্ষা দিচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। শাসকপক্ষকে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা, ‘হাইড্রোজেন বোমা’ ফাটাবেন। সেই মতো এদিন একের পর এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আনেন রাহুল। এর মধ্যে রয়েছে কর্নাটকের একটি কেন্দ্রে ৬০০০ ‘ভোটচুরি’! এই বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের মতো করে প্রমাণও তুলে ধরেন কংগ্রেস সাংসদ। কংগ্রেস সাংসদের অভিযোগ, ‘গত ১৮ মাসে সিআইডি নির্বাচন কমিশনকে ১৮টি চিঠি পাঠিয়েছে, যেখানে অভিযুক্তদের সফটওয়্যার, ফোন নম্বরের আইপি অ্যাড্রেস এবং ওটিপির বিবরণ চাওয়া হয়েছিল। যদিও কমিশন ওই বিবরণ দিচ্ছে না।’ বোমা ফাটিয়ে রাহুল বলেন, ‘কান টানলে মাথা আসবে!’

রাহুল গান্ধির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কমিশন স্পষ্ট করেছে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা না বলে ভোটার বাতিল হয় না। তবে নির্বাচন কমিশন স্বীকার করেছে, কর্নাটকের অলন্দ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটারদের নাম মুছে ফেলার কিছু ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছিল। বিষয়টি তদন্তের জন্য নির্বাচন কমিশন নিজেই একটি এফআইআর দায়ের করেছে। যদিও রাহুল অভিযোগ করেছেন, এই বিষয়ে সিআইডি তদন্তে সহযোগিতা করছে না কমিশন।

প্রসঙ্গ ভোটচুরি

“নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, কোথাও আবার অবৈধ ভাবে নাম ঢোকানো হচ্ছে। গণতন্ত্রের হত্যাকারীদের সুরক্ষা দিচ্ছেন মুখ্য নির্বাচন।

—রাহুল গান্ধি

“নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা না বলে ভোটার বাতিল হয় না। সমস্ত অভিযোগ ভুল এবং ভিত্তিহীন। কেউ অনলাইনে কোনও ভোটারের নাম মুছে ফেলতে পারে না।

—নির্বাচন কমিশন

রাজ্য শিল্প নিগমকে ২০০ একর জমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসব কড়া নাড়ছে দোরগোড়ায়। দেবীপক্ষের আগে শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠকে পুজোয় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে একগুচ্ছ নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বৈঠকে মন্ত্রী- বিধায়ক ও শাসক দলের প্রতিনিধিদের সতর্ক করে বলেন, গন্ডগোল এড়াতে প্রতিটি এলাকায় বিশেষ নজরদারি রাখতে হবে। জন প্রতিনিধিদের এলাকায় থাকতে হবে। উদ্যেশ্যপ্রণোদিতভাবে গোলমাল পাকিয়ে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হতে পারে। নজর রাখতে হবে সেদিকেও। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এদিন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নির্দেশ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরিব পরিবারগুলির পাশে থাকতে হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে তাঁদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ, উৎসব সকলের। এ সময় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, কেউ যাতে হুটহাট একে অপরের বিরুদ্ধে মন্তব্য না করেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য সরকার ও দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে বলে তিনি সতর্ক করেন।

বৈঠকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, পর্যটনের পর লজিস্টিকস ব্যবসাকে শিল্পের মর্যাদা প্রদান। এর ফলে লজিস্টিকস খাতে বিনিয়োগ বাড়বে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে সরকার। এর আগে একই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল পর্যটনকে। এছাড়া বৈঠকে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ১৫টি শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব পাশ হয়।

পাশাপাশি তাজপুর-ডানকুনি-রঘুনাথপুর ইকনমিক করিডোরের জন্য রাজ্য শিল্প নিগমকে ২০০ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের দাবি, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

জীবনের জামিনের আবেদন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিনের আবেদন খারিজ জীবনকৃষ্ণের। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হলে আদালতে তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করতে দেখা গেল এই তৃণমূল বিধায়ককে। পালানো, মোবাইল ফেলে দেওয়ার মতো অভিযোগকেও মিথ্যা বলে এদিন দাবি করেন অভিযুক্ত বিধায়ক। পাশাপাশি জামিনের আবেদনও করতে দেখা যায় বিধায়ক জীবনকৃষ্ণকে। তবে জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে ইডি। সেখানে তাদের অস্ত্র, চাকরিপ্রার্থীদের বয়ানে আর্থিক লেনদেন।

বৃহস্পতিবার আদালতে জীবনকৃষ্ণের আইনজীবী জানান, ‘অপরাধ এক, গ্রেপ্তার দুবার।’ কেন এমন তা নিয়ে প্রশ্ন করেন জীবনকৃষ্ণের আইনজীবী। কারণ, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওই মামলায় জামিন পান জীবনকৃষ্ণ। ২০২২ সালে ইসিআইআর করে ইডি, এতদিন পর গ্রেপ্তার করে তাকে। একই মামলায় দুবার গ্রেপ্তার কেন করা হল যেখানে তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। যে কোনও শর্তে জামিন মঞ্জুর করুক আদালত।

অন্যদিকে ইডির আইনজীবীর বক্তব্য, ‘জামিনের বিরোধিতা করা হচ্ছে। দুটো আলাদা তদন্তকারী সংস্থা। দুটো মামলা আলাদা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

১০/৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে Esab Mandal ও Isab Mandal আব্দুল হান্নান মন্ডল ও আব্দুল মান্নান মন্ডল সকলে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

১০/৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে বিপ্লব কুমার ঘোষ ও বিপ্লব ঘোষ ও বিনয় ঘোষ ও বিনয় কৃষ্ণ ঘোষ একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি ১৯/৭/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে Subhankar Halder ও Shubhanklar Haldar উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE AT NABADWIP.
T.A.No. 8/2024

Appellant: Dilip Biswas, S/o. Late Anil Kumar Biswas of Dandapanitala, P.O. & P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.

-Vs-

Respondant: 1) Raju Kundu, S/o. Late Tarak Kundu **2) Gouri Kundu**, D/o. Late Tarak Kundu
both are resident of Dearpara Ghat Road P.O. & P.S. Nabadwip, Dist.Nadia.

It is hereby informed that one Dilip Biswas filed a Title Appeal being No. 8 of 2024 against the judgement and decree passed by Ld. Civil Judge Junior Division at Nabadwip in connection with T.S. No. 5 of 2008. But the summon can not be served. As such if they interested to contest the above numbered appeal then they have to appear before the Court within 30 days from the date of publication of this notice otherwise appeal will proceed expartee against them.

By order of Court,
Pratim Chowdhury (Sheristader)
Additional District Judge at Nabadwip
Nabadwip Court, Nadia.,16.09.2025

NOTICE

BEFORE THE LEARNED ADDITIONAL DISTRICT JUDGE AT HOWRAH
Probate Suit No:20 of 2018
SUBRATA KARAR AND ANOTHER..... PETITIONERS
VS.
TANDRA KARAR.....OPPOSITE PARTY.

This is notify to all concerned that **Subrata Karar** and **Supriya Karar** both sons of late Jaydeb Karar and both residing at 122/3, Brindaban Mullick Lane, P.S. Bantra, Howrah 711104 have filed the above noted case seeking permission for grant probate of the last **will** and testament dated 22.03.2007 left by their deceased father **Joydeb Kanrar** in the schedule noted property. Any person having any objection or claim if any, appear before the Ld. Court personally or through authorized representatives within 30 days from the date of publication failing which the case will be heard ex-parte accordingly.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

ALL the piece and parcel of bastu land measuring about 2 Cottahs with two storied building standing thereon under police station Bantra within limits of Howrah Municipality at present within the limits of Howrah Municipal Corporation being known as premises No. 122/3, Brindaban Mullick Lane, in the District of Howrah with 4 feet wide common passage situated on the Northern side and it is extended on the East-Western side joined with Brindaban Mullick Lane with all easement and appurtenances attached thereto and the said land is butted and bounded as follows:-
On the North - 4ft. wide common passage. On the South:- Property of Joydeb Karar. On the East-:- 3ft. wide common passage. On the West:- Land and building of Gopal Patra.

By Order
Sd/- Sampa Roy
Sheristadar
Additional District Judge,1st Court, Howrah, 29-08-25

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ

করুন-মোঃ
৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২রা আশ্বিন। শুক্র বার। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পুজোর আগে সুখবর, হাওড়ায় এল বহু প্রতীক্ষিত পদ্মার ইলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পুজোর মুখে বাঙালির ভোজনে খুশির বার্তা। বহু প্রতীক্ষিত পদ্মার ইলিশ অবশেষে এসে পৌঁছল এপার বাংলার বাজারে। বুধবার গভীর রাতে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ইলিশ ভর্তি ট্রাক ঢোকে হাওড়া স্টেশন লাগোয়া পাইকারি মাছের বাজারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা ও হাওড়ার খুচরো মাছ ব্যবসায়ীরা নিলামে অংশ নিয়ে সেই মাছ সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশ সরকার দিন কয়েক আগে পুজোর উপহার হিসেবে ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল। তার প্রথম চালানেই বনগাঁ সীমান্ত হয়ে প্রায় ৫০ মেট্রিক টন ইলিশ এসে পৌঁছেছে হাওড়ার বাজারে। এ নিয়ে খুশি মাছ ব্যবসায়ীরা হলেও, বাস্তব পরিস্থিতি যে সহজ নয় তা স্পষ্ট করে দিলেন কলকাতা ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ। তাঁর কথায়, আজকে ৫০ মেট্রিক টন মাছ এসেছে। তবে বাংলাদেশের ল্যান্ডিং খুব খারাপ। হাতে মাত্র ১৫-১৭ দিন সময়। তাই বারোশো মেট্রিক টন আসা সম্ভব নয়। দামও অনেকটাই বেশি। নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষই তা খেতে পারবেন। তিনি আরও যোগ করেন, সম্প্রতি গুজরাত থেকে দেড় মাসে ৪ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ এসেছিল। তখন দাম অনেক কম ছিল, সকলে কিনতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের ইলিশের চাহিদা সব সময়েই আলাদা।

এই চালানে মূলত ৮০০ গ্রাম থেকে এক কিলো সাইজের ইলিশ এসেছে। নিলামে কেজি প্রতি দাম উঠেছে ১৫০০ থেকে ১৭০০ টাকা। খুচরো বাজারে তা বেড়ে ১৭০০ থেকে ১৮০০ টাকার ঘরে পৌঁছতে পারে। মাছ ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, এবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছের যোগানই খুব কম, ফলে পুরো ১২০০ মেট্রিক টন আসা কার্যত সম্ভব নয়।

তবু পুজোর আগে পদ্মার ইলিশের আগমনে ভোজনরসিক বাঙালির মুখে হাসি। দাম চড়া হলেও হাওড়া ও কলকাতার বাজারে ইলিশ উঠতেই উৎসবের আমেজ যেন আরও বেড়ে গেল।

পুজোর ভিড়েও সহজ টিকিট, রেলের নতুন পদক্ষেপে সাধারণ যাত্রীর সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পুজোর সময় ট্রেনের টিকিট পাওয়ার সমস্যা বহু বছরের। অনলাইন বুকিং শুরু হতেই জনপ্রিয় ট্রেনে টিকিট শেষ হয়ে যেত কয়েক মিনিটের মধ্যে। সাধারণ যাত্রীদের সুযোগ কমে যেত, কারণ একদল দালাল একসঙ্গে বহু টিকিট কাটত।

এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারতীয় রেল নতুন ব্যবস্থা নিয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে সকাল ৮টা থেকে প্রথম ১৫ মিনিট শুধুমাত্র সাধারণ যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই সুবিধা নিতে যাত্রীদের আইআরসিটিসি অ্যাকাউন্টে আধার নম্বর সংযুক্ত থাকতে হবে। রেল সূত্র জানাচ্ছে, এভাবে দালালরা একসঙ্গে টিকিট কাটতে পারবে না এবং যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত হবে।

নতুন নিয়ম কম্পিউটারাইজড টিকিট কাউন্টারের জন্য প্রযোজ্য, তবে কাউন্টার থেকে বুকিংয়ে পরিবর্তন নেই। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের সব রেল জোনের প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তাকে এবং আইআরসিটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই

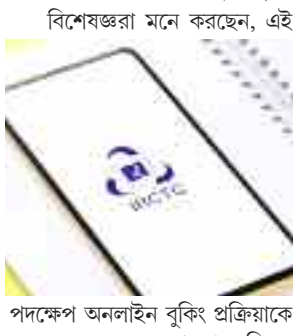

পদক্ষেপ অনলাইন বুকিং প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করবে এবং পুজোর ভিড়ে সাধারণ যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা কমাবে। রেলের আশা, এই ব্যবস্থা দালাল চক্র নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং পুজোর সময়ে যাত্রীদের জন্য টিকিট পাওয়া সহজ হবে।

২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের অচল গ্রিন লাইন, শিয়ালদহ, এসপ্ল্যানেডে যাত্রীদের দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, এসপ্ল্যানেড: আবারও বড় ধাক্কা খেল গ্রিন লাইন মেট্রো। মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ফের শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ সফটওয়্যার বিভ্রাটের জেরে মাঝের অংশ অচল হয়ে পড়ে। ফলে অফিস টাইমে চরম ভোগান্তিতে পড়েন হাজারো যাত্রী।

মেট্রো সূত্রে খবর, হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড ও শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই রুটের মাঝের স্টেশনগুলিতে ট্রেন না চলায় ভিড় জমে যায়। যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় প্ল্যাটফর্মে। প্রতিদিন যাতায়াত করা এক যাত্রীর ক্ষোভ, এভাবে যদি একের পর এক বিভ্রাট হয়, তবে মেট্রোতে ভরসা করা যাবে কীভাবে?

উল্লেখ্য, বুধবারও একইভাবে গ্রিন লাইন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল। ফলে বৃহস্পতিবারের বিভ্রাটে মানুষের বিরক্তি আরও বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অত্যাধুনিক সফটওয়্যার-নির্ভর পরিষেবায় সামান্য ত্রুটিই বড় বিপর্যয় ডেকে আনে। যদিও মেট্রো কর্তৃপক্ষ দ্রুত সমস্যার সমাধান করছে বলে দাবি করেছে, তবু বিভ্রাটের সঠিক কারণ খোলসা করা হয়নি।

এবারে রাজ্য বিধানসভায় সংবিধানের ব্রেইল সংস্করণ

বিপ্লব চক্রবর্তী

এবারে ভারতীয় সংবিধানকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে ও বুঝতে সুযোগ পাবে দৃষ্টি শক্তিহীনেরা। এমনই ব্যবস্থা থাকছে রাজ্য বিধানসভায়। বিধানসভার ইতিহাসে দৃষ্টিহীনদের জন্য সংবিধান পাঠের সেভাবে কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এবারে সেই সমস্যার সমাধান ঘটল। বৃহস্পতিবার এনইউজেএস-র উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ নির্মল কান্তি চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। হাতে ভারতীয় সংবিধানের একটি ব্রেইল সংস্করণ তুলে দিলেন। অধ্যাপক নির্মলবাবুর কাছ থেকে এমন একটি ব্রেইল সংস্করণ পেয়ে খুশি বিধানসভার অধ্যক্ষ। আনন্দিত বিধানসভার সর্বস্তরের কর্মীরাও। এনইউজেএস-র রজতজয়ন্তী উপলক্ষে এই উদ্যোগ। যা দৃষ্টিশক্তিহীন প্রতিবন্ধীদের জন্য সহজবোধ্য হবে। আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। এই ব্রেইল সংস্করণটি রাখা থাকবে বিধানসভার লাইব্রেরিতে। প্রয়োজনমতো দৃষ্টিশক্তিহীনেরা সেখানে বসে পাঠ নিতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সাইন্স এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতের সংবিধানের ব্রেইল সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার

দৃষ্টিহীনেরা এই ব্রেইল পদ্ধতিতে উপকৃত হয়েছেন। তবে বিধানসভায় এতদিন ছিল না। এবারে রাজ্য বিধানসভাতে সংবিধানের এই সংস্করণ থাকায় অনেক সুবিধা হবে বলেই মত সব মহলের।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রা কেন্দ্রীয় হাসপাতালে 'স্বাস্থ্য নারী, সক্ষম পরিবার অভিযান' উদ্বোধন করলেন।

জিএসটি সংস্কারে কমছে দাম, বাংলার লোকশিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত পণ্যের কদর বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিএসটি সংস্কারের ফলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত বহু পণ্যের দাম কমেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, পণ্য পরিষেবা করের কাঠামো পরিবর্তনের সময় বাংলার শিল্প ও শিল্পীদের স্বার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলার বিভিন্ন জেলার জনপ্রিয় শিল্প ও হস্তশিল্পকে নতুন হারে করের আওতায় আনা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের চামড়াজাত দ্রব্য, বাঁকুড়ার টেরাকোটার সামগ্রী, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের মাদুর শিল্প, পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া, হুগলি, মালদা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোলার সামগ্রী, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার বিখ্যাত নকশিকাঁথা সহ বহু সামগ্রীর দাম কমবে।

এর ফলে শুধু এই সব শিল্পের প্রসারই হবে না, শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার শিল্পী ও সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, জিএসটি সংস্কারের উদ্দেশ্য কেবল কর হার কমানো নয়, বরং স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়া। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সংস্কৃতির এই সুরাহা পুজোর আগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে একদিকে শিল্পীদের হাতে বাড়তি আয় পৌঁছবে, অন্যদিকে সাধারণ ক্রেতারা সহজেই কম দামে এই শিল্পকর্ম কিনতে পারবেন। সবমিলিয়ে, নতুন জিএসটি সংস্কার বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংস্কৃতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও শিল্প মহল।

সেজে উঠছেন উমা। সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমা।

নিউ ব্যারাকপুরে প্রাক্তন শ্বশুরকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাগের বশে প্রাক্তন শ্বশুরকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। নিউ ব্যারাকপুর থানার লেনিনগড়ের ঘটনা। যদিও অভিযুক্ত যুবক পলাতক। পুলিশ অভিযুক্ত যুবকের খোঁজ চালাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ ব্যারাকপুর থানার লেনিনগড় এফ-ব্লকের বাসিন্দা রণজিৎ রায়ের মেয়ের সঙ্গে ৮-১০ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল মছলন্দপুরের বাসিন্দা দীপঙ্কর হালদারের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই নানাবিধ কারনে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। এমনকী তরুণীর ওপর অত্যাচার করত স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে আইন মাফিক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর লেনিনগড়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন ওই তরুণী। কিন্তু ডিভোর্স হওয়ার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন দীপঙ্কর। অভিযোগ, বিবাহ বিচ্ছেদের পরও প্রাক্তন শ্বশুর বাড়িতে এসে ঝামেলা করত দীপঙ্কর। স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাতে প্রাক্তন শ্বশুর বাড়িতে আচমকা হাজির হন দীপঙ্কর। অভিযোগ, প্রাক্তন শ্বশুর প্রৌঢ় রণজিৎ-কে কাছে পেতেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে চম্পট দেয় দীপঙ্কর। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ।

মহালয়ার সকালে বাড়তি মেট্রো, ব্লু লাইনে চলবে ১৮২টি ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহালয়ার ভোরে যাত্রীদের ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিল মেট্রো রেল। রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ব্লু লাইনে চলবে মোট ১৮২টি মেট্রো (৯১ আপ ও ৯১ ডাউন)। সাধারণ রবিবারের তুলনায় (১৩০টি পরিষেবা) এই দিন প্রায় ৫২টি বাড়তি ট্রেন চালানো হবে। এর মধ্যে

১৭৩টি পরিষেবাই চলবে দক্ষিণেশ্বর থেকে।

প্রথম মেট্রো চলবে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে। একই সময়ে ৬টা ৫৫ মিনিটে ছাড়বে দক্ষিণেশ্বর ও দমদম মেট্রো। অপরদিকে, মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন থেকে প্রথম আপ মেট্রো ছাড়বে সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটে এবং শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে। শেষ মেট্রোর সময়সূচি এইদিন অপরিবর্তিত থাকবে।

দীর্ঘ লাইন এড়াতে যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে স্মার্ট কার্ড বা মোবাইল কিউআর টিকিট ব্যবহার করতে। অ্যাপ বা রিচার্জের সময়ে স্মার্ট কার্ডে মিলবে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ ছাড়। এ ছাড়াও 'আমার কলকাতা মেট্রো' অ্যাপ ডাউনলোড করে সহজেই বুকিং বা রিচার্জ করা যাবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে অন-ডিউটি কর্মীরা মাইকে বারবার ঘোষণা করবেন। মেট্রোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমরা যেমন গর্বিত আমার মেট্রো নিয়ে, তেমনই গর্বিত আমাদের যাত্রীদের সহযোগিতার জন্য।

লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা, নতুন কর্মসংস্থানের আশা রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পর্যটনের পর এবার লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা দিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। সরকারের দাবি, এর ফলে রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে।

অনলাইনে কেনাকাটার চাহিদা দ্রুত বাড়ায় লজিস্টিক পরিষেবার গুরুত্ব আগের থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে হওয়ায়, উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যবসার ক্ষেত্র বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের একাধিক সংস্থা এই রাজ্যে লজিস্টিক খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যেই অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো সংস্থা রাজ্যে বড় বড় ওয়ারহাউস তৈরি করেছে। হরিণঘাটায় ফ্লিপকার্ট তাদের লজিস্টিক হাব গড়ে তুলেছে, হুগলিতে বিনিয়োগ করছে অ্যামাজন। কলকাতা বর্তমানে দেশের অন্যতম বড় লজিস্টিক কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসছে।

প্রশাসনের মতে, লজিস্টিককে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হলে বিনিয়োগকারীরা সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন, পাশাপাশি সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। ২০২৩ সালে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই লজিস্টিক নীতি তৈরি করেছিল। এবার শিল্পের মর্যাদা দেওয়ায় খাতটিকে আরও গতি দেবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাজপুর-ডানকুনি-রঘুনাথপুর আর্থিক করিডরের আশেপাশে শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প উন্নয়ন নিগমকে ২০০ একর জমি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন সংস্থায় ১৫টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পরের বছর ওভারহেড গেট নিয়ে বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করতে হবে: মুরলীধর শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের নর্থ ডিভিশনের তরফে বৃহস্পতিবার নৈহাটির ঐকতান মঞ্চে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সমন্বয় সভা থেকে নর্থ ডিভিশনের ৯০ টি পুজো কমিটিকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়। অনুমতিপ্রাপ্ত বাকি পুজো কমিটিগুলোকে থানার মাধ্যমে এই চেক প্রদান করা হবে। সমন্বয় সভায় হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের নগরপাল মুরলীধর শর্মা বলেন, কলকাতা শহরে দুর্গাপুজোয় ওভারহেড গেট লাগানো হয় না। কিন্তু শহরতলিতে মেইন রাঙ্গ স্তার ওপর ওভারহেড গেট লাগানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু পরের বছর রাস্তার ওপর এই ওভারহেড গেট নিয়ে বিকল্প চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। ব্যারাকপুরের নগরপাল আরও বলেন, এবারে মহিলাদের নিরাপত্তা এবং বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। উইনার্স টিম বাইকে চেপে ঘুরে বেরিয়ে নজরদারি চালাবে।

তিনি জানান, এবারে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে ২৪৬৫টি পুজো হচ্ছে। এবারও পুজোর কার্নিভাল হবে। এদিন হাজির ছিলেন কমিশনারেটের ডিসি (নর্থ) গণেশ বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩ আশ্বিন ১৪৩১ শুক্রবার

কুর্মিদের রেল রোকো ও রাস্তা অভিযানে রাজ্যকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ আশপাশের এলাকায় অবরোধের ডাক দিয়েছে কুর্মি সম্প্রদায়। সেই একই দাবি, অর্থাৎ এসটি তালিকাভুক্ত করার দাবিতে বিক্ষোভে নামছেন কুর্মি সম্প্রদায়। এ ব্যাপারে একটি মামলাও দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। শনিবারে কুর্মিদের এই রেল রোকো ও রাস্তা অভিযানে রাজ্যকে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৩ সালের রাস্তা রেল অবরোধ নিয়ন্ত্রণে রেল ও রাজ্যকে যথাযথ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, এই ব্যাপারে ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর মাসে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের যে নির্দেশ, সেই অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, মামলাকারীর অভিযোগ, এই অভিযানের জেরে প্রতিদিন রেলের ২১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর আগে ২০২২ ও ২০২৩ সালে একইভাবে অবরোধ হয়। তাতে বিপুল ক্ষতি হয় রেলের। এর পাশাপাশি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে এই কুর্মি সমাজ গোটা কলকাতা অচল করে দেয়। প্রচুর ভাঙচুর ও ক্ষয়ক্ষতি হয় শহরের সরকারি বেসরকারি সম্পত্তির। এদিকে সূত্রে খবর, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার অবরোধ ডাক দিয়েছে কুর্মি সম্প্রদায়। আদালতের নির্দেশ, এই অবরোধ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর মুখে ফের মাথা তুলছে কুর্মি সমাজ। বাংলা, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। যার মধ্যে ২০ সেপ্টেম্বর রেল ও রাস্তা অবরোধের কর্মসূচি নিয়েছে। এর আগে ২০২৩ সালেও একই ভাবে টানা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তাঁরা। সারনা ধর্মের স্বীকৃতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত হওয়ার দাবিতে পুরুলিয়া, খড়গপুরের খেমাশুলি স্টেশনে অবরোধ চালাচ্ছিলেন কুর্মিরা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল জাতীয় সড়কও।

ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে সংঘর্ষ মামলার শুনানিতে ক্ষুব্ধ আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে সংঘর্ষ মামলার শুনানিতে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চকে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের কাছে আদালতের প্রশ্ন, দুই গোষ্ঠীর কোন্দলে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কেন অনিহা প্রকাশ করা হচ্ছে। আর এই প্রসঙ্গেই সামনে আসে দুর্গাপুজোর অনুদানের প্রসঙ্গও। এই অনুদান প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, দুর্গাপুজোয় সাহায্য করতে সমস্যা নেই আর এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ দিতে সমস্যা? প্রসঙ্গত, ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ। এই অশান্তির আঁচে প্রচুর বাড়ি-ঘর-স্থাপত্য ভাঙচুর হয়। একাধিক মৃত্যুর খবরও আসে। সেই ঘটনায় এনআইএ-র ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে হাইকোর্টে। এ ব্যাপারে বিচারপতি সৌমেন সেন ও রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে র বক্তব্য, হাইকোর্ট এই মামলায় বারেবারে বলার পরেও এনআইএ তদন্ত হাতে নিতে এগিয়ে আসেনি। প্রসঙ্গত, এনআইএ মনে করলে তদন্ত নিতে পারে বলে আগেই নির্দেশ ছিল।

মুর্শিদাবাদ

তারপরেও সেটা কর্যকরি হয়নি, পর্যবেক্ষণ বিচারপতি সৌমেন সেনের। আর এখানেই বিচারপতি সেনের বক্তব্য, 'এখানে রাজ্যের তদন্তে অনেক ত্রুটি আছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। এনআইএ- র সাহায্য নেওয়া যেমন হয়নি, তেমন তারাও এগিয়ে আসেনি।'

এদিকে বৃহস্পতিবার রাজ্যের তরফ থেকে এদিন সওয়াল করেন শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মুর্শিদাবাদের ঘটনায় চার্জশিট পেশ হয়েছে। নতুনও কোন ঘটনাও ঘটেনি। ১০৯টি কেস রুজু হয়।' এদিকে ক্ষতিগ্রস্তদের তরফে আদালতে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। তিনিই ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আদালতকে জানান। ক্ষতিপূরণের রিপোর্টের বিষয়ে রাজ্য জানায়, 'আলাদা করে এখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। ভ্যালুয়েশন জানা সম্ভব হয়নি, তাই দেওয়া সম্ভব হয়নি।' এই শুনানিতেই বিচারপতি সৌমেন সেনের প্রশ্ন, 'দুর্গাপুজোয় অনুদান দেওয়া যায় আর এখানে ক্ষতিপূরণ দিতে পারছেন না?' এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আপাতত অন্তর্বর্তী নির্দেশ বহাল রেখেছে আদালত। ক্ষতিপূরণের বিষয় রাজ্য জানাবে। আগামী শুনানিতে তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। ২০ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি।

মহালয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজো একেবারে দোরগোড়ায়। জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। কিন্তু উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে একটানা ভারী বর্ষণ চলছেই। দক্ষিণবঙ্গেও হচ্ছে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বর্তমানে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং সংলগ্ন বিহারের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। এছাড়াও বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প স্থলভাগে প্রবেশ করছে। এ কারণে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে স্বস্তির খবর রয়েছে মহালয়ার জন্য। রবিবার মহালয়ার দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে রাজ্যে। রাজ্যের কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বেশিরভাগ জেলার বেশিরভাগ অংশেই আংশিক মেঘলা আকাশ আর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার দুই ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ওই জেলাগুলির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কিছু অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণ চলবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাঁচ জেলার জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদায়ও বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে, বাকি জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি থাকবে।

আবারও একবছরের অপেক্ষা, শোভাবাজার ঘাটে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের ভাসান। *ছবি: অদিতি সাহা*

গৃহীত হল না ইস্তফাপত্র, কসবা ল' কলেজের উপাধ্যক্ষকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কসবা: গৃহীত হয়নি কসবা ল' কলেজের সহ উপাচার্য নয়না চট্টোপাধ্যায়ের ইস্তফাপত্র। তাঁকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট তথা তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব। এদিকে এখনও কসবা ল' কলেজে ধর্ষণের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত এখন জেলে। কিন্তু এখনও নজরে আসছে তার নাম কলেজের দেওয়ালে। আর এ ব্যাপারে আজব যুক্তি খাড়া করেছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পুজোর পর নাম মোছা হবে।

প্রসঙ্গত, প্রায় তিন মাস আগে খবরের শিরোনামে উঠে আসে কসবা ল'কলেজ। এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র তথা কর্মী কথা টিএমসিপি নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমে এদিকে এই মূল অভিযুক্তের সঙ্গে বিধায়ক অশোক দেব-ছাড়াও আরও একাধিক তৃণমূল নেতা তথা টিএমসিপি নেতার ছবি সামনে আসে। আর সেখানেই তৈরি হয় বিতর্ক। এর থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে মূল অভিযুক্ত কলেজে যথেষ্টই প্রভাবশালী। আর তা আদালতে উল্লেখও করেন তদন্তকারীরা।

বৃহস্পতিবারই কসবা ল' কলেজের গভর্নিং বডির বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে জানা গেল, প্রিন্সিপাল ইস্তফাপত্র জমা করেছিলেন, তা গৃহীত হয়নি। গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট অশোক দেব স্পষ্ট জানান, প্রিন্সিপাল আগের মতোই কাজ করে যাবেন। সঙ্গে এও জানান, 'আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুজোর সময়ে সকলের ছুটি রয়েছে। পুজোর পর নামও মুছে যাবে।' এই নিয়ে এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দের প্রতিক্রিয়া, 'এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ওরা কতটা শক্তিশালী, যে এখনও ওদের নাম রয়েছে।'

কলকাতায় সার্কেল রেট বৃদ্ধি, সম্পত্তি কেনার খরচ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে সম্পত্তি কেনার ব্যয় নতুন করে বেড়েছে। সরকার ১ সেপ্টেম্বর থেকে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সার্কেল রেটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার উদ্দেশ্যে ১৫ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত রেট বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি আগের তুলনায় বেশি দিতে হবে ক্রেতাদের। মহিষবাথানে প্রতি বর্গফুটের রেট বেড়েছে ৬,৪৪২ থেকে ১২,০৬৫ টাকা, টালিগঞ্জে ৮,২৫০ থেকে ১০,২১২, তপসিয়ায় ৫,৮৮১ থেকে ৯,৮৫২, বিটি রোড বরানগরে ৪,৭০৮ থেকে ৮,৮৫০, বেহালা-বড়িশায় ৪,২৯২ থেকে ৭,০৯৫, সোনারপুরে ৩,৪১২ থেকে ৬,২৩৭ এবং নিউ টাউনে ৩,৫৩৫ থেকে ৬,২০৯ টাকা।

ক্রেতাদের জন্য সরাসরি প্রভাব হল ফ্ল্যাটের মোট ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি। বিশেষ করে তিন বেডরুমের ফ্ল্যাটের দাম এখন সহজেই ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে, ফলে ৭ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য হবে। ডেভেলপাররা আশঙ্কা করছেন, যেখানে নতুন সার্কেল রেট বাজারদরের বেশি, সেখানে বিক্রিতে ধীরগতি দেখা দিতে পারে।

ক্রেডাই ওয়েস্ট বেঙ্গলের সভাপতি সুশীল মোহতা জানান, যেখানে মার্কেট প্রাইসের সঙ্গে সার্কেল রেটের সামঞ্জস্য আছে, সমস্যা হবে না। কিন্তু উল্টো ক্ষেত্রে আয়কর সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হতে পারে।

অর্থ দপ্তরের উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল বাজারদরের সঙ্গে সরকারি নির্ধারিত রেটের ফারাক কমানো। সেভাবে ন্যূনতম রেট নির্ধারণের ফলে ক্রেতাদের খরচ বেড়েছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে বাজারের স্বচ্ছতা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

চিনা মাঞ্জা সুতো বিক্রির অভিযোগে ধৃত ১১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চিনা মাঞ্জা সুতো বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাও চিনা মাঞ্জা সুতোর দাপট কমেনি। বিশ্বকর্মা পুজোর দুপুরে বুধবার চিনা মাঞ্জা প্রাণ কেড়েছে এক প্রাক্তন সেনা জওয়ানের। এই ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসেছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। ওইদিন রাতে খড়দা, টিটাগড়, নিউ ব্যারাকপুর ও মোহনপুর থানার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে চিনা মাঞ্জা সুতো-সহ ঘুড়ি ওড়ানোর সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গিয়েছে, খড়দার পি কে বিশ্বাস রোড থেকে পাঁচজন, টিটাগড়ের তালপুকুর এলাকা থেকে একজন, নিউ ব্যারাকপুরের রেলওয়ে সাইডিং এলাকা থেকে চারজন এবং মোহনপুর থানার শিউলির বড় মসজিদ এলাকা থেকে একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। প্রসঙ্গত, বিশ্বকর্মা পুজোর আগে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের অধীনস্থ বিভিন্ন থানা এলাকায় চিনা মাঞ্জা সুতো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল।

দুষ্কৃতী ধরতে গিয়ে আক্রান্ত নেতাজিনগর থানার পুলিশ, গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুষ্কৃতী ধরতে গিয়ে আক্রান্ত নেতাজিনগর থানার পুলিশ। ওই এলাকায় এক আইনজীবীর বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের অভিযোগ আসে। আইনজীবীর ওপর বোমা বন্দুক নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিয়োগ পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এদিকে পুলিশ পৌঁছনোর আগেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে বাঘাযতীন হাসপাতালে আশ্রয় নেয় দুষ্কৃতীরা। এরপর দুষ্কৃতীদের খুঁজতে বাঘাযতীন হাসপাতালে পুলিশ পৌঁছলে সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে তারা। আর এই সময়েই আক্রান্ত হন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিক। তবে ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন আগেই। পেশায়

আইনজীবী দেবায়ন ঘোষ ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূলের সভাপতি। এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল তোলাবাজি, সাট্টা, জুয়ার ঠেক। আর তা নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ কম ছিল না। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী দেবায়ন ঘোষ জানান, তিনি যুব তৃণমূলের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে চেষ্টা করছিলেন, এই সমস্ত জিনিসগুলো বন্ধ করার। এদিকে বুধবার রাতে পাড়ার ক্লাব থেকে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় বাইকে করে দুষ্কৃতীরা এসে তাঁর ওপর চড়াও হয়। অস্ত্র নিয়ে আইনজীবীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে জয়ন্ত ও পুঁচকি নামে দুই ভাইয়ের। যারা এলাকায় সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এদিরে নেতৃত্বেই চলে সাট্টা, জুয়ার ঠেক। করা হয় তোলাবাজিও। এদিন আইনজীবীর ওপর আক্রমণ করলেও দুষ্কৃতীদের এই আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টায় দু'তরফের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। এই হাতাহাতিতে আহত হয় অভিযুক্তরা। এরপরই দুষ্কৃতীরা বাঘাযতীন হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে যান। খবর পেয়ে সেখানে যায় পুলিশ। তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিশ কর্মীদের ওপরেও হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

বিদেশিদের জন্য অনলাইনে বাংলা কোর্স চালু স্কটিশ চার্চ কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিদেশিদের বাংলা শেখার জন্য অনলাইন কোর্স চালু করল স্কটিশ চার্চ কলেজ। বৃহস্পতিবার ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের সহযোগিতায় 'এসো বাংলা শিখি' শীর্ষক কোর্সটি উদ্বোধন করা হয়। কোর্সটি তিনটি স্তরে বিভক্ত; প্রাইমারি, ইন্টারমিডিয়েট ও অ্যাডভান্সড। প্রতিটি স্তরে ধাপে ধাপে বাংলা ভাষা শেখানো হবে। শিক্ষাদানের জন্য অডিও-ভিসুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কোর্সে ২৪টি এক ঘণ্টার ক্লাস রয়েছে, সঙ্গে এমসিকিউ মূল্যায়ন থাকবে। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তনী হওয়ায় এই উদ্যোগে ইসকনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটি শুধুমাত্র ইসকন অনুসারীদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে আগ্রহীরা অনলাইন যোগ দিতে পারবেন।

অধ্যক্ষা ড. মধুমঞ্জরী মণ্ডল কোর্স উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এই কোর্সের মাধ্যমে বিদেশিরা বাংলার মৌলিক ভাষা, উচ্চারণ ও সাধারণ কথাবার্তা দ্রুত এবং সহজভাবে শিখতে পারবে।

স্কটিশ চার্চ কলেজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগ্রহীরা কলেজের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কোর্সের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির দায়ে সাসপেন্ড এসএফআই নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে সাসপেন্ড এসএফআইয়ের এক নেতা। আর এমন পদক্ষেপের ঘটনা প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানোও হয়েছে এসএফআই-এর তরফ থেকে। বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস ইউনিটের সহ-সম্পাদক সৌমিক মণ্ডলের বিরুদ্ধে এক শ্লীলতাহানির অভিযোগ সংগঠনে জমা পড়ে। পাশাপাশি বিবৃতিতে এও বলা হয় যে, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক ছাত্রী সংগঠনে এই অভিযোগ জানায়। ইউনিট স্তর থেকে

লোকাল স্তরে অভিযোগ এলে সংগঠনে প্রাথমিক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পরবর্তী চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সৌমিককে সংগঠনের সমস্ত স্তরের সমস্ত কাজ থেকে বিরত রাখা হবে। এর পাশাপাশি বিবৃতিতে এও জানানো হয়, এই বিবৃতি প্রকাশিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে।

নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্যানেল প্রকাশ করল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই প্রকাশিত হল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্যানেল। অর্থাত, দু'বছর পর নিয়োগ মাদ্রাসায়। মাদ্রাসা শূন্যপদের সংখ্যা ছিল ১৭২৯।

প্রথম দফার এই প্যানেলে চাকরির সুপারিশ পেতে চলেছে ৩০২ জন। ২০২৩-এ সপ্তম স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট (এসএলএসটি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ২০২৪-এ। তারপর ফলপ্রকাশ করা হয়। সম্পন্ন হয়েছে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াও। কিন্তু চাকরি হয়নি। অবশেষে এবার প্রকাশ করা হল সেই তালিকা।

বুধবার বিকেলে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন প্রকাশ করে উত্তীর্ণের তালিকা। তবে সব বিষয়ের ফল প্রকাশিত হয়নি। মোট ২৭টি বিষয়ে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে ফল প্রকাশ করা হয়েছে ১৭টি বিষয়ে।

অল বেঙ্গল আরবিক ফেডারেশন-এর সদস্য ও চাকরিপ্রার্থী মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, 'বৃহস্পতিবার যে প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে, তা আংশিক। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ছাড়াও, স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকের লিখিত পরীক্ষা নিয়েছিল। যার ইন্টারভিউ এখন ও পর্যন্ত শুরু হয়নি। আমরা চাই যাতে দ্রুত ইন্টারভিউ ও সমস্ত বিষয়ের ফল প্যানেল প্রকাশ করা হোক।'

প্রসঙ্গত, নবম দশমে ৮১১টি পদের জন্য ৯৮,২১৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। একাদশ-দ্বাদশের ক্ষেত্রে ২৬২টি পদের জন্য ৩৯৭৬১ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছিল ১৭৪০ জন।

গঙ্গার ঘাটের নতুন রূপ, সাতটি ঘাটের সংস্কারে বড়সড় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গঙ্গার ধারে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সাতটি ঘাটকে নতুন রূপে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে রয়েছে কলকাতা পুরসভা, কলকাতা পুলিশ এবং একাধিক কর্পোরেট সংস্থা। সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পের আওতায় এই উদ্যোগে শৌচালয়, পানীয় জল, আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে ভাঙা সিঁড়ি সংস্কার পর্যন্ত বিস্তৃত কাজ করা হবে। চিহ্নিত ঘাটগুলি হল; মায়ের ঘাট, সুরিনাম ঘাট, নিমতলা ইমারশন ঘাট, ছোটেলাল কি ঘাট, দইঘাট, কুমারটুলি ঘাট এবং চাঁপাতলা ঘাট। প্রতিটি ঘাটের দায়িত্ব নিয়েছে আলাদা কর্পোরেট সংস্থা। গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড দায়িত্ব নিয়েছে মায়ের ঘাট ও সুরিনাম ঘাট সংস্কারের। নিমতলা ঘাটের দায়িত্বে রয়েছে পিএস গ্রুপ। ছোটেলাল কি ঘাট সাজাবে আইএইচসিএল (তাজ গ্রুপ)। দইঘাটের কাজ নেবে টিএনএস লজি পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড। আর কুমারটুলি থেকে চাঁপাতলা ঘাট পর্যন্ত রিভারফ্রন্ট সৌন্দর্য বর্ধনের দায়িত্বে রয়েছে অ্যাডানি পোর্টস অ্যান্ড এসইজেড লিমিটেড।

সম্পাদকীয়

চিনা মাঞ্জা, আর কতগুলো প্রাণ গেলে হুঁশ ফিরবে মানুষ ও প্রশাসনের

বিশ্বকর্মা পুজো। ঘুড়ি ওড়ানো বহু পুরনো প্রথা।আর সেখানেই অঘটন। টু হুইলারে চেপে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে চিনা মাঞ্জা সুতোয় গলা কেটে মৃত্যু হল প্রাক্তন সেনা-জওয়ানের। খড়দহের কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ঘটনা। এতদিন চিনা মাঞ্জার জেরে একাধিক দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সাক্ষী ছিল মা উড়ালপুল। সেখানে ফেন্সিং উঁচু করে অনেকটা কমানো গিয়েছে এই উৎপাত।। কিন্তু মূল সমস্যা যে মেটেনি তার প্রমাণ খড়দহের ঘটনা। আসল রোগটা হল সচেতনতার অভাব সাধারণ মানুষের।আর বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ প্রশাসন। এই দুয়ের যোগফল ফের আরও একজনের বলি হল চিনা মাঞ্জায়। যথারীতি ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার হয়েছে ১১ জন। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণ চিনা মাঞ্জার সুতো। ২৪ ঘন্টায় খড়দহ থানার পুলিশ পাঁচ জনকে, টিটাগড় থানা একজনকে, নিউব্যারাকপুর থানা চারজনকে ও মোহনপুর থানা দু'জনকে গ্রেফতার করে। এদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ চাইনিজ মাঞ্জা সুতো এবং তাঁর মশলা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের দাবি, এই বে-আইনি চাইনিজ মাঞ্জা সুতোর ব্যবসা বন্ধ করতে তাঁদের পক্ষ থেকে লাগাতার চলবে তল্লাশি অভিযান। এসবই হল রুটিন ব্যাপার। কোনও ঘটনা ঘটলেই নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে পুলিশ, প্রশাসন ফলাও করে এসব খবর সংবাদমাধ্যমকে খাওয়াতে থাকে। লক্ষ্য একটাই, মূল সমস্য যেন সামনে না আসে। কারণ, সেটা আসলেই তো যাবতীয় জারিজুরি শেষ পুলিশের। এখন তাঁরা প্রচণ্ড তৎপর। কিন্তু ছোট্ট প্রশ্নটা হল, এতদিন এই তৎপরতা কোথায় ছিল? নিশ্চিত ভাবে উত্তর পাবেন না।

শব্দবাণ-৩৯৩

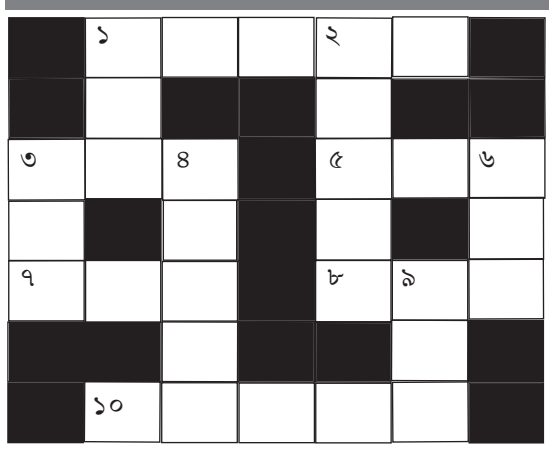

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অগ্নিদেব ৩. ঈষৎ নত, হেঁট ৫. সোজা ৭. সরাসরি নয় এমন ৮. অপমান, লাঞ্ছনা ১০. মাটি খোঁড়া।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মুক্তি, রেহাই ২. সংগীতের রাগবিশেষ ৩. কথাবার্তা ৪. সেই মুহূর্তে ৬. উদর, পেট ৯. ফাল্গুনে বিকশিত — ফুল।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯২

পাশাপাশি: ১. বৃন্দাবন ৩. কলহ ৪. ছুটকি ৬. তরুণ ৯. দম্ভোলি ১০. লম্বোদর।

উপর-নীচ: ১. বৃহতী ২. নগণাট ৩. কলধৌত ৫. কিলাকিলি ৭. রুমাল ৮. গদর।

জন্মদিন

আজকের দিন

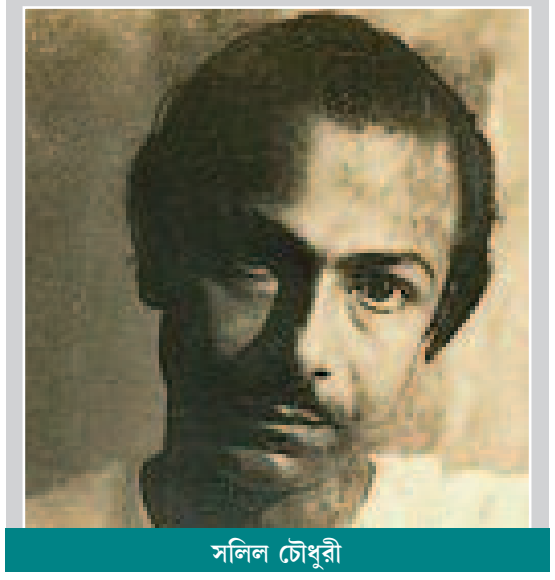

সলিল চৌধুরী

১৯২২ বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট গীতিকার লাকি আলির জন্মদিন।
১৯৭৭ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আকাশ চোপড়ার জন্মদিন।

নেপালের কমিউনিস্ট সরকারের পতন ও কিছু কথা

মানস চক্রবর্তী

নেপালে কমিউনিস্ট সরকারের পতন আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। বিরুদ্ধ মত থাকলে বেশিরভাগ মানুষ এই পরিবর্তনটাকে খুশি মনে মেনে নিয়েছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি সরকারের পতন সেটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে লুকিয়ে পালাতে হয় তা অত্যন্ত লজ্জার। অনেকে এই ঘটনাকে ২০২৪ এর বাংলাদেশের ঘটনার সমতুল্য বলে মনে করছেন, তাঁদের সঙ্গে সহমত হতে পারছি না। বাংলাদেশের আন্দোলনটি ছিল সংখ্যাগুরু মুসলমানদের দ্বারা সংখ্যালঘু হিন্দু নিধন যজ্ঞ। বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার একটা প্রচেষ্টা।

২০০৮ সালে নেপাল রাজতন্ত্র থেকে সরে এসে গণতন্ত্রের স্থাপনা করেছিল। কিন্তু সুস্থিতি কি পেয়েছিল নেপাল? উত্তরে অবশ্যই বলতে হয়, না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেপালের অর্থনীতিতে একটি বড় ফ্যাক্টর।। বারবার ভূমিকম্প ও বন্যা এদের অর্থনীতিতে ধস নামিয়েছে। ২০১৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নেপাল বেশ বিপর্যস্ত হয়।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট সরকার গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর পরিবর্তে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে নেপালের প্রথম থেকেই একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আস্তে আস্তে সেই সম্পর্কে ভাটা পড়ছিল। ভারতের সঙ্গে সখ্যতা কমিয়ে চীনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়িয়েছিল নেপাল। যা ভারতবর্ষের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে অনেকটাই চাপে রেখেছিল।

বর্তমানে আবার কমিউনিস্ট সরকারের পতন এবং তার ফলশ্রুতিতে নেপালে হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ভাবমূর্তি আবার উজ্জ্বল হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কমিউনিস্টরা অনেকটাই বাক সর্বস্ব। এরা মুখে গরিবদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়। দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখায়। আসলেই এরা দুর্নীতি ও মিথ্যাচারপরায়ণ। পশ্চিমবঙ্গে বামেদের শূন্য হয়ে যাওয়া তার একটি বড় দৃষ্টান্ত। এরা একটি সাধারণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার এবং দুর্নীতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, সেই বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বৈষম্য, বঞ্চনা এবং বেকারত্বের গভীরে পতিত হয়।

কমিউনিস্টরা ইতিহাসকে বিকৃতি করে সজ্ঞানে। কেরলে এদের ইতিহাস বিকৃত নিয়ে অনেকেই শরব হয়েছেন। অবশ্য এরা ভুল স্বীকার করেছেন। ভুলটি কী? ব্রিটিশদের ভয়ে সুভাষচন্দ্র নাকি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে এরা পূর্বে যথেষ্ট অপমান করেছেন। এ কথা পূর্বে অন্য প্রবন্ধে লিখেছি, তাই এখানে আর উল্লেখ করলাম না। এই জন্য জ্যোতি বসু ক্ষমা চেয়েছিলেন। ইতিহাস বিকৃত করতে এরা সিদ্ধহস্ত। তাই ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে সততার যথেষ্ট অভাবই পরিলক্ষিত হয়। আবারও সেই সুভাষচন্দ্রকেই অপমান করে সে কথাই প্রমাণ হল।

এরা এই প্রথমবার ইতিহাস বিকৃত করছে এমনটা নয়, পূর্বেও এইরকম উদাহরণ আছে। সালটি ১৯৮৯। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে (Circular No. Syl/89/1—Dated.28.4.1989) নির্দেশ দেন নবম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে পর্ষদ নির্দেশিত অশুদ্ধ অংশগুলিকে বাদ দিয়ে শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে হবে।। আর যে সব বই ইতিমধ্যে ছাপা হয়ে গিয়েছে পর্ষদ তাদের জন্য শুদ্ধ অশুদ্ধর একটি তালিকা পাঠিয়ে সেটি জুড়ে নিতে বলেছেন। সেই শুদ্ধ অশুদ্ধের তালিকাটি যারা দেখেছেন, তারা ভালো করেই অবগত আছেন ভারতের মুসলমান আমলের সময়ে কোনো বিরূপ আলোচনা করা যাবে না। মুসলমান শাসকেরা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে তা উল্লেখ করা যাবে না। এই রূপই ছিল শুদ্ধের তালিকা।

কমিউনিস্ট পার্টি যেখানে ক্ষমতা এসেছে সেখানে রাজনৈতিকভাবে,অর্থনৈতিকভাবে মানুষের ক্ষমতা হরণের চেষ্টা করেছে। নেপালে সেই চেষ্টায় হয়েছিল।তাই শাসকের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে নেপালের যুবশক্তি। দুর্নীতির ফল যে সুখবর বয়ে আনে না এই শিক্ষা কি এবার নেবে কমিউনিস্ট সরকার?

আজকের এইসময়ে সোশ্যাল মিডিয়া যে প্রচণ্ড শক্তিশালী, একটি সরকার উল্টে দেওয়ার মতো ক্ষমতা ধরে। অবশ্য একটি শিক্ষিত সমাজ সোশ্যাল মিডিয়াকে ঘেন্না করে। তারও যথেষ্ট কারণ আছে। এই প্রবন্ধটি সেই সংক্রান্ত আলোচনার স্থান নয় বলে বিষয়টি সরিয়ে রাখলাম। কিন্তু এটাও সত্য ঘেন্না করলেও সোশ্যাল মিডিয়াকে উপেক্ষা করা যায় না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আটকানোর জন্য কখনো কখনো সরকারকে সোশ্যাল মিডিয়ার উপর কর্তৃত্ব করতে হয়। কিন্তু তা কখনোই দীর্ঘমেয়াদি হবে না। একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেন। সরকারের বিরুদ্ধে বা পক্ষে তাদের মত প্রকাশ করেন। তাদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়াটা তারা ভালো চোখে দেখে না। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ নেপাল। যখন দেশটির চরম অর্থনৈতিক সংকট, দেশের মধ্যেই মতানৈক্য, বৈষম্য -সরকার তখনই সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধের পথে হাঁটলেন। কিন্তু তার ফল যে এতটা বিষময় হবে সেটা বোধহয় সরকার আঁচ করতে পারেনি। সরকার হয়তো ভেবেছিল সরকারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশকে আটকে দিলে ক্ষোভ সাময়িকভাবে প্রশমিত হবে। এর ফলে আন্দোলনের মোড়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এতে আগুনে জল না পড়ে ঘি পড়ল। মানুষের কামনার পথে বাধা এলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এছাড়া নেপালে সোশ্যাল মিডিয়া সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার এবং জীবিকা নির্বাহের একটা অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং এই সংযোগহীনতা তাদের পক্ষও মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলা হয়, Government of the people– by the people– for the people. নেপালের কমিউনিস্ট সরকার এই ভূমিকা পালনে একবারে ব্যর্থ হল এবং নিজেদের পতন ডেকে আনল।

তাছাড়া প্রত্যেকটি দেশের একটি মূল সুর আছে, ভাষা আছে। দেশের সরকার যদি সেই ভাষা পড়তে না পারে তবে সেই সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের রাজ্যে যেমন সিপিএম ব্যর্থ হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভকে বুঝতে। বরং জনগণের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে তারা বাহুবলকেই হাতিয়ার করেছিল। তাই তাদের ৩৪ বছরের সাজানো বাগান ঝড়ের এক ঝটকায় ভেঙে গিয়েছিল। নেপালেও তাই হল। এখানে জনগণের হৃদয় ছিল হিন্দু হৃদয়, সনাতন সংস্কার। নেপাল এবং ভারতবর্ষ এই দুই দেশের ক্ষেত্রেই নাস্তিকতা কখনও মূলসূর হতে পারে না। অনেকেই এই কারণটিকে প্রাধান্য না দিলেও, অবহেলা করা যাবে না কোনো মতেই। আমরা যদি নেপালের যুব শক্তির আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করি তাহলে স্পষ্ট ভাবে একথা প্রমাণিত হবে। তাছাড়া নেপালে যে আপাতত অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তার নেতৃত্বে আছেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সুশীলা কারকি। অর্থাৎ নেপালের মানুষ বিজাতীয় সংস্কৃতিকে তাদের দেশে স্থান দিতে প্রস্তুত নয়।

স্বাভাবিকভাবে আর একটি প্রশ্ন উঠছে এই আন্দোলনের পিছনে বাইরের কোনো দেশের হাত আছে কিনা? সত্যি কথা বলতে কী এটা যতটা সত্য তার চেয়েও বেশি গুজব। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের প্রতি সেই দেশের সরকারের বঞ্চনা এবং অন্যদিকে দায়িত্বে থাকা অভিজাতদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন এর জন্য দায়ী। কমিউনিস্ট সরকারের এই দ্বিচারিতা দেশের মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু এখন এটাই দেখার পূর্ববর্তী এইসব ঘটনা থেকে বর্তমান সরকার কতখানি শিক্ষা নিতে পারে। অস্থায়ী সরকারের দায়িত্ব নিয়েছেন সুশীলা কারকি, যিনি প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনে নিজের পরিচ্ছন্ন এবং দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি নেপালের অস্থায়ী সরকারের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এখন তিনি কতখানি তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখতে পারবেন সেটাই দেখার।

বাঙালি আজও দেশভাগের বিষাদ কাটিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেল না!

স্বপনকুমার মণ্ডল

দেশজুড়ে স্বাধীনতা দিবসের পঁচাত্তর বছর পালনে অমৃত মহোৎসবের ঘটা বছর তিনেক আগেই শুরু হয়েছিল । সেখানে প্রেমের সেরা দেশপ্রেমের জয়গানে মুখর সরকারি বদান্যতায় তার সযত্ন আয়োজনে আড়ম্বর অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হয়েছিল । দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতেই শুধু নয়,সেই ঐক্যকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও সাময়িক সুযোগের সদ্ব্যবহার জরুরি হয়ে ওঠে । যেখানে ভালো থাকার বিজ্ঞাপনে মুখের হাসি অমলিন মনে হয়, সেখানে দেশের দুরবস্থাকে আড়াল করায় দেশপ্রেমের ঐক্যের নিশান ওড়ানোই দস্তুর । অথচ সেই ঐক্যের মধ্যে তার জোড়াতালিই বারবার বেরিয়ে পড়ে। সেখানে দেশের স্বাধীনতা পঁচাত্তর বছরের কায়ার মধ্যেই তার দেশভাগের পঁচাত্তর বছরের ছায়াও এসে পড়ে। বৈচিত্রের মধ্যেই ঐক্যর সুমহান বিশেষত্বই দেশভাগের ট্র্যাজিক পরিণতিতে নিঃস্ব হয়ে যায় । ধর্মীয় জিগির তুলে দেশটির ডানা ছেঁটে যেভাবে দুটি দেশ তৈরি করা হয়েছিল,তাতে সময়ান্তরে তিনটি দেশে পরিণত হয়। তাতে বোঝা যায় ধর্মভেদে দেশভাগ সমাধান নয়,বরং সবচেয়ে বড় সমস্যা । এজন্য যা ছিল সমাধানের পথ,তাই হয়েছে সমস্যার বিস্তার । জ্যাক দেরিদার ভাষায় binary opposition বা যুগল বৈপরীত্য । সংঘাত ও রক্তপাত এড়াতে দেশভাগের ব্যবস্থা যে হিতে বিপরীত হয়েছে,তা তার পঁচাত্তর বছর পেরিয়েও বারবার প্রমাণিত হয়ে চলেছে । যা ভাবা হয়েছিল সংঘাত ও রক্তপাত এড়ানোর উপায়,তাই তার কারণ হয়ে উঠেছে । সেখানে স্বাধীনতার সুফলের চেয়ে দেশভাগে সাম্প্রদায়িক সংঘাত আরও প্রকট রূপ লাভ করেছে। আসলে দেশভাগের মধ্যেই তার বীজ ছিল, সময়ান্তরে তাই মহীরূহ হয়ে উঠেছে মাত্র । সেখানে ২০২৫-এসে যেভাবে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনী বা (জ্বট্ট করার আয়োজন চলেছে,তার মধ্যেই দেশজুড়ে বাঙালিবিরোধী থেকে বাঙালিবিদ্বেষ প্রকট আকার ধারণ করেছে,তাতে এ দেশে আপামর বাঙালির দেশভাগের স্বদেশে পরবাসীর ছিন্নমূল জীবনই প্রকট হয়ে উঠছে। দেশের স্বাধীনতার আনন্দের চেয়ে দেশভাগের বিষাদই এখনও ভয়ঙ্কর রূপে বেঁচে আছে। সেদিক থেকে খণ্ডিত পাঞ্জাবে পাঞ্জাবিরা দেশভাগের বিষাদ স্বাধীনতা স্বাদে কাটিয়ে উঠতে পারলেও বাঙালি আজও পারেনি।

আসলে দেশকে সেদিন ধর্মীয় ভাগ বাটোয়ারার শিকারে পাখির ডানা কাটার মতো ভাগ করে স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে উঠেছিল,অচিরেই তা বাস্তবের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে । দেশপ্রেমের চেয়ে বড় হয়ে উঠল সাম্প্রদায়িক পরিচয়। সেখানে মানুষের দেশের চেয়ে ধর্মের আপন দেশ জেগে ওঠায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যায় । তাতে স্বাধীনতার আনন্দের ঝারবাতির আলোর চেয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার আগুন জ্বলে ওঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আগুন সময়ান্তরে নিস্তেজ হলেও একেবারে নিভে যায়নি। সে আগুন যে মনের,মননের । দেশভাগ মেনে নিলেও মনে নেয়নি,নিতে পারে না। এজন্য ধর্মীয় বিদ্বেষে সেই দেশভাগ জেগে ওঠে। আর তা তীব্র আকার ধারণ করলেই দাঙ্গাহাঙ্গামার আতঙ্ক মনকে গ্রাস করে, পরাধীনতার কথা মনে পড়ে,দেশান্তর হওয়ার ভয়ও হাতছানি দেয় । সেই আতঙ্ক ও ভয়ই স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা লাভের পুঁজিতে পরিণত হয়েছে । স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে সেই দেশভাগের সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারার কথা যেমন ফিরে ফিরে আসে,তেমনই তা রাজনীতিতে চলমান ইতিহাস হয়ে ওঠে । সেখানে দেশের অস্তিত্বে দেশবাসীর চেয়ে ধর্মীয় পরিচয় বড় মনে হয়।

আসলে দেশভাগে তো সবাই স্বাধীন দেশ পেল না, উল্টে অসংখ্য মানুষ নতুন করে পরাধীন হয়ে গেল, স্বদেশেই পরবাসী মনে হল। শুরু হল শরণার্থীর মিছিল, নিজের দেশকে খুঁজে চলা। উদ্বাস্তু হয়ে কেউ অনুপ্রবেশকারী,কেউ মহাজির,কেউ বিদেশি । দেশ মানে তো শুধু সীমানা বেষ্টিত এলাকা বা স্থান বোঝায় না,দেশ আসলে মানুষের নিবিড় অস্তিত্ব । তাকে ভাগ করা মানে মানুষ ভাগই নয়,মানুষের সত্তাকেই খণ্ডিত করা। দেশভাগে তাই অধিকাংশ দেশ পেল, অনেকেই দেশ হারাল। শুধু হারাল না, নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে নতুন দেশের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ও দীর্ঘদিনের বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল। নিজের জন্মভূমির নাম পর্যন্ত বুকে নিয়ে চললেও মুখে আনাই বিপদ মনে হল। সে বিপদ আজও কাটেনি। অথচ বনের পশুকে বনছাড়া করলেও মনে তার বন জেগে থাকে । নতুন দেশে এসেও শরণার্থী মনে তার স্বদেশের হাতছানি তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় । সেখানে বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবনের মা-মাটি-মানুষের আকাশ-বাতাসের পরম পরশ নিত্য মনে জেগে ওঠে । এজন্য যারা দেশভাগের শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে,তারা যেমন অস্তিত্ব সংকটে অনিকেত জীবনের দায়ভারে পর্যুদস্ত হয়েছে, যারা তার মধ্যেও ভিটেমাটি আঁকড়ে ভবিষ্যতের উপর ভর করে স্বদেশেই থেকে গিয়েছিলেন,তারাও তেমনই অসীম দুর্গতি থেকে রেহাই পাননি। তাদেরও নিরন্তর নির্যাতনের শিকারের কথা নানাভাবে উঠে আসে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে নতুন করে দেশভাগে দেশত্যাগের প্রবাহ আজও থেমে যায়নি। দেশভাগের অস্থিরতা আজ মানুষকে তাড়া দেয় । সেখানে দেশভেদে সংখ্যালঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর দমন-পীড়নে অস্থির প্রতিযোগিতাই জুড়ে থাকেনি, নতুন করে দেশের হৃত গৌরব ও ইতিহাস রচনার সক্রিয় উদ্যোগও তাতে প্রকট হয়ে ওঠে। উন্নয়নের অভিমুখ যদি ধর্মীয় পরিসরে আবর্তিত হয়, তাতে উগ্র ধর্মান্ধই প্রকট হয়ে ওঠে,মানুষের ধর্ম সেখানে ব্যাহত হতে বাধ্য । সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের গৌরববোধ নিঃস্ব হয়ে পড়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের দেশ নিবিড়তা লাভ করে ।

আশ্চর্যের বিষয়, ২০২২-এ সারা দেশ জুড়ে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর তথা 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' পালনের পাশাপাশি সরকারিভাবেই দেশভাগের ইতিহাসকেও প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল । তা নিয়ে বিতর্কও দেখা দিয়েছে । সেক্ষেত্রে বিতর্ককে সরিয়ে রেখেও বলা যায় দেশভাগের অভিশাপকে দেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি । উল্টে তা যে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতায়নের পুঁজিতে সমান সক্রিয়,তাও স্পষ্ট । ইতিহাস স্মরণীয় হবে অবশ্যই,কিন্তু তা কখনও স্বার্থ সিদ্ধির পুঁজিতে পরিণত হতে পারে না। তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যই আমাদের জরুরি মনে হয় । সেখানে স্বাধীনতা ও দেশভাগের সংযোগই বলে দেয় পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে এলেও ভাগ বাটোয়ারাতে আমাদের মন সেই পিছনেই পড়ে আছে। অন্যদিকে দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এখনও অসংখ্য মানুষের মনে অজানা অনিশ্চয়তা তাড়া করে ফেরে । দেশে থেকেও উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারী মনে হলে ঘরে ঘরে তিরঙ্গা ওড়ানো সম্ভব নয়। মনে যে ঘরটাই তার নেই । সেখানে গুট্টগু, ঙুঙঙ -র মধ্যে যে রাজনৈতিক জুজু বর্তমান,তার মধ্যে তো দেশভাগেরই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভিসন্ধির অত্যাধুনিক সংস্করণ ভেসে ওঠে । সেখানে ঘরে ঘরে তিরঙ্গা তোলার সদিচ্ছা থাকলেও ভাগের মা গঙ্গা পায় না'র মতো অবস্থা। অনেকের পতাকা জোগাড় হয়, কিন্তু তা ওড়ানো যায় না। নিজের ঘরেই যে তার মন নেই। দেশভাগের শিকার হয়ে অসংখ্য ঘরছাড়া মানুষ যে মনে মনে ঘর খুঁজে চলেছিল 'অমৃত মহোৎসব'-এও, সে ধারা আজও অব্যাহত, ভাবা যায় ! আজও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর ভয় দেশভাগের শিকারে বিপর্যস্ত বাঙালির রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে । দেশের স্বাধীনতার নামে স্বদেশে পরবাসী বাঙালির এখনও স্বাধীন দেশের অ-নাগরিক হওয়ার ভয় জেগে থাকে অবিরত । সেখানে সেই ভয়কে পুঁজি করে রাজনৈতিক ময়দানে তাঁরাই আজ আবার সবচেয়ে বড় শিকার হয়ে উঠেছে, ভাবতেই মানবিক মূল্যবোধ বিপন্ন হয়ে পড়ে । দেশের কাছে দেশবাসীই আজ করুণার পাত্র, রাজনৈতিক শিকার। সেখানে কারও স্বাধীনতাই কারও পরাধীনতা, কারও নিরন্তর দেশ খুঁজে চলা, ভাবা যায়!

লেখক: প্রফেসর,বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাঁশকুড়া-কাণ্ডে তৃণমূলকে নিশানা, মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রাক্তন' করার ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাঁশকুড়া: পাঁশকুড়ায় পীতপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি হিসেবে পাঁশকুড়া থানা অভিযান করেন বিধায়ক এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'পাঁশকুড়ার জাহির আব্বাস তৃণমূলের বড় নেতা, ভোট লুটেরার মাস্টার। এখানকার হাসপাতালের তিনিই স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শুধু একটি কোম্পানির ম্যানেজার নয়, সাতটা অ্যাম্বুলেন্স চলত তাঁর। তা ছাড়া আর কারোর অ্যাম্বুল্যান্স পীতপুরে ঢুকবে না। তাঁর দাদা ডায়াগোনাস্টিক

সেন্টার চালান, তার বাইরে অন্য কারোর ডায়াগোনাস্টিক সেন্টার এখানে চলত না।' শুভেন্দু আরও আক্রমণাত্মক ভাষায় অভিযোগ তোলেন, 'এই রকম ছোট ছোট জাহির আব্বাস গোটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এদের সৃষ্টিনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার কাছে যা তথ্য আছে তাতে এই জাহির আব্বাস সন্দেশখালির কুখ্যাত ক্রিমিনাল শাহজাহানকেও ছাড়িয়ে গেছে। এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।' তিনি আরও দাবি করেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কানকাটা, তাই পদত্যাগ করবেন না। তাঁকে ইভিএমে ভোটের দ্বারা তাড়াতে হবে, এটাই আমাদের শপথ।' শুভেন্দু জানান, 'এই জাহির আব্বাসকে মানুষের চাপে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। এখনও আতঙ্কের পরিবেশ যায়নি। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপ্রদেশ, মনিপুর নিয়ে চিৎকার করেন, তাঁর রাজ্যেই আরজি কর থেকে বীজপুর কোনও হাসপাতালই সুরক্ষিত নয়। তাই একটাই আওয়াজ, এই মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাক্তন করতে হবে। বিজেপিকে রাজ্যে আনুন।'

জামুড়িয়ায় রাস্তা দখলমুক্ত করতে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: যানজটের সমস্যা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলো প্রশাসন। জামুড়িয়া বাজারের প্রধান সড়কে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা। জামুড়িয়া বাজারের বহু দোকানদার রাস্তার উপর তাদের জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করে আসছেন ফলে স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষদের প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হয়। মানুষের সমস্যা নিবারণে এবার কঠোর হাতে ব্যবস্থা নিতে দেখা গেল পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে বোরো চেয়ারম্যানদের।

আর মাত্র কয়েকদিন পর বাঙালি সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। সেই পুজোকে সামনে রেখে, বাজারে যাতে কোনও যানজটের সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বৃহস্পতিবার জামুড়িয়া বোরো এক-এর এলাকায় একটি অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। প্রধান সড়কে যে সকল দোকানদাররা অবৈধভাবে রাস্তার দখল করে বসে আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই অভিযানে ছিলেন জামুড়িয়া বোরো চেয়ারম্যান শেখ শানদার, জামুড়িয়া থানার ইন্সপেক্টর সোমেন্দ্র নাথ সিংহ ঠাকুর, ট্রাফিক ওসি সুবীর সেন, চেম্বার অফ কমার্স

সম্পাদক মহেশ কুমার সাওয়াদিয়ান প্রমুখ। পুরো কর্পোরেশনের বরো চেয়ারম্যান শেখ শানদার বলেন, শহরের উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন এর রাস্তা এবং বাজারগুলি সুসংগঠিত হবে। তিনি দোকানদারদের তাদের পণ্য রাস্তায় ছড়িয়ে না রাখার এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন করেন। এদিকে, জামুড়িয়া চেম্বার অফ কমার্স এর সম্পাদক মহেশ কুমার সাওয়াদিয়াও ব্যবসায়ীদের কেনাকাটা সহজতর করতে এবং ব্যবসা পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের উদ্যোগকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাচীন মুদ্রা দেখিয়ে প্রতারণা, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: প্রচীন মুদ্রা দেখিয়ে প্রতারণার দায়ে অন্ডাল থানার পুলিশের জালে ধরা পড়লো দুই অভিযুক্ত। ধৃতরা হলো বীরভূমের বাসিন্দা মীর আমিরুল ও শেখ আসাদুল্লাহ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ব্যক্তি প্রথমে সিউড়িতে 'প্রাচীন মুদ্রা' দেখিয়ে সাড়ে চার লক্ষ টাকার প্রতারণা করে। পরে একই কৌশলে ফের দুর্গাপুরের উখড়া এলাকায় এক ব্যক্তির কাছ থেকেও টাকা হাতানোর চেষ্টা চালায়। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অন্ডাল থানার পুলিশ বুধবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, মাটির তলা থেকে পাওয়া ওই 'মুদ্রা' আসলে নকল। সেই ভুয়ো মুদ্রাকেই আসল বলে চালিয়ে এত বড় অঙ্কের টাকা হাতানোর দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল এই চক্র। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে একাধিক নকল মুদ্রা ও প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত প্রমাণ। এই প্রতারণা চক্রের পেছনে আর কেউ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে অন্ডাল থানার পুলিশ।

পুরুলিয়ার কাশীপুর পঞ্চকোট রাজপ্রাসাদের দুর্গাপুজো এবছর বন্ধ

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়িতে এবছর হচ্ছে না দুর্গাপুজো। রাজ পরিবারের এক সদস্য জানান, আজ থেকে ৫৪ বছর আগেও একবার রাজ বাড়িতে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়েছিল। রাজ পরিবারেরই এক গৃহবধুর অকাল প্রয়াণের কারণে এবারের শারদীয়া দুর্গোৎসব বন্ধ থাকবে রাজ বাড়িতে।

বুধবার রাজ কন্যা মহেশ্বরী দেবীর পুত্র অনশুল রাজাওয়াত জানান, তাঁর ধর্মপত্নী বীরাঙ্গনা দেওড়ার মাত্র ৪৮ বছর বয়সে অকাল প্রয়াণের কারণে এবারের শারদীয়া দুর্গোৎসব বন্ধ থাকবে কাশীপুরের রাজ বাড়িতে। দীর্ঘ ৫৪ বছর পর এবারে এই প্রাচীন রাজবাড়িতে হচ্ছে না দুর্গাপুজো। ফলে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এবছর রাজবাড়ির দরজা বন্ধ থাকছে। জানা গিয়েছে, রাজবাড়িতে রাজ পরিবারের কন্যা মহেশ্বরী দেবীর তত্ত্বাবধানে তাঁর পুত্র আনশুল

রাজাওয়াত পুজোর আয়োজন করে থাকেন। তবে আনশুল বাবুর স্ত্রী বীরাঙ্গনা দেওড়ার রাজাওয়াত মঙ্গলবার দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। তাই এবছর পুজো হচ্ছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছর রাজবাড়িতে আলাদা করে দুর্গাপুজো হয়। সাধারণ মানুষের জন্য সারা বছর রাজবাড়ির দরজা বন্ধ থাকে। তবে পুজোর সময় সাধারণ মানুষের জন্য সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত রাজবাড়ির দরজা খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এবছর সেই সুযোগ আর থাকছে না। রাজ পরিবারের উত্তরসূরী আনশুল বাবু বলেন, '৫৪ বছর আগে ১৯৭২ সালে শেষ রাজা ভুবনেশ্বরী প্রসাদ সিংদেও মারা গিয়েছিলেন। সেই বছরও দুর্গাপুজো হয়নি। এবছর আমার স্ত্রী মারা গেলেন। তাই রাজবাড়িতে পুজো হবে না। কাশীপুরে নিয়ম মেনে আমার স্ত্রীর সৎকার্য করা হচ্ছে।'

চলন্ত ডাউন কাটোয়া লোকালে বিশ্বকর্মা পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কাটোয়া লোকাল ট্রেনের চার নম্বর কামরার নিত্যযাত্রীরা বিশ্বকর্মার মূর্তি এনে ট্রেনের কামরার ভিতরই পুজো করেন বছর বছর। শিল্প থেকে শুরু করে ছোট ছোট ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দিকে দিকে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একেবারে ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ল লোকাল ট্রেনে বিশ্বকর্মা আরাধনা।

বুধবার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ৩৭৯১৪ ডাউন কাটোয়া লোকালে

ব্যান্ড বাজনার সঙ্গে একটু নাচানাচির পর ট্রেনে ওঠেন যাত্রীরা। প্রসঙ্গত, কাটোয়া থেকে প্রায় তিন ঘণ্টার যাত্রা পথে নানা ঘটনার সাক্ষী থাকেন নিত্যযাত্রীরা। প্রতিদিন ট্রেনে করে কর্মস্থলে পৌঁছন সবাই। আবার দেখা হয় পরদিন একই সময়। বয়সের বাধা নেই, একটা অন্যরকম বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ট্রেনেই। করোনার সময় ট্রেন বন্ধ থাকায় তাতে ছেদ পড়েছিল। তবে এখন আবার পুজো হচ্ছে প্রতিবছর। রীতিমতো ঢাকঢোল, কাঁসর বাজিয়ে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে যন্ত্রের দেবতার পুজো হলো এদিন। আর পুজো শেষে প্রসাদ মিষ্টির প্যাকেট ছিল সব যাত্রীদের জন্য। ট্রেন তাঁদের প্রতিদিন গন্তব্যে পৌঁছে দেয়, সেই যাত্রা যাতে শুভ হয়, সময়ে ট্রেন চলে, সেই উদ্দেশ্যেই বিশ্বকর্মা পুজো করেন এই ট্রেনের আরও দুটি কামরার যাত্রীরা। ওই লোকাল ট্রেনের এক নিত্যযাত্রী জানিয়েছেন, তাঁরা এই পুজো ২৫ বছর ধরে করে আসছেন। আগামী দিনেও করবেন। যতদিন তাঁরা ট্রেনে যাতায়াত করবেন এই পুজো করে যাবেন।

লোকাচার ও লোকবিশ্বাসে বাঁকুড়ায় জনপ্রিয় বিশ্বকর্মা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকাচার ও লোকবিশ্বাস যে আধুনিক সময়ের কতটা শক্তিশালী বুধবার বিশ্বকর্মা পূজার দিন তার প্রমাণ মিলেছে। এদিন বাঁকুড়া জেলা দাপিয়ে বেড়িয়েছে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস। বুধবার ভোর থেকেই জেলা দখল করে নিয়েছিল এই দুই বোন। জেলা বাজারগুলি ভরে উঠেছিল শালুক ফুল, গাঁদা ফুলের মালা, আম পল্লব, মাটির ঘট, কলাগাছ, লাটাই ও ঘুড়িতে। পুকুরগুলি তোলপাড় করে শালুক ফুল তুলতে ও মাছ ধরতে দেখা যায়। পাড়ায় পাড়ায় সাইকেলে করে শালুক ফুল নিয়ে বিক্রি করতে দেখা যায়। সকাল থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, মোটরসাইকেল থেকে সব ধরনের গাড়ি, কলকারখানা পরিষ্কার করে সামনে দিকে দু'পাশে দুটি কলা গাছ, আম পল্লব দেওয়া মঙ্গল ঘট, গাঁদা ফুলের মালা, আমপাতার মালা ও শোলার কদমফুল দিয়ে সাজাতে দেখা যায়। এদিন প্রতিটি পাড়াতেই অধিকাংশ বাড়ির ছাদ দখল নিয়েছিল ঘুড়ি ও লাটাই হাতে ছেলে মেয়েরা। আকাশে দেখা যায় ঘুড়ি কাটাকাটির লড়াই। এই লড়াই-এ কেটে যাওয়া ঘুড়ি সংগ্রহে বাচ্চাদের ছুটোছুটিও চখে পড়ে। বেশকিছু এলাকায় ভাদুর গান গেয়ে মাগন করতেও দেখা যায় মহিলাদের। কৃষিপ্রধান বাঁকুড়ায় পুরো ভাদ্র মাস জুড়ে চলে ভাদু পূজা।

এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বিশ্বকর্মাকে বিশ্বের প্রথম বাস্তুকার বা ইঞ্জিনিয়ার বা সকল সৃষ্টির দেবতা বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে। কথিত আছে, বিশ্বকর্মা তাঁর পিতা ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করতে সহায়তা করেছিলেন। এছাড়াও, বিশ্বকর্মা দেবতাদের অস্ত্র-শস্ত্র, রথ ও শহর নির্মাণও করে দিয়েছিলেন। হিন্দু পুরাণে, বিশ্বকর্মাকে শিল্পকলার দেবতা মনে করা হয়। রাবণের সোনা দিয়ে লঙ্কা রাজ্য ও শ্রী কৃষ্ণের দ্বারকা নগরীও বিশ্বকর্মা করেছেন। তাই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চলছে এই সব লোকাচার পালন করা হয়। বাঁকুড়ার শালবেদিয়ার কর্মকার বাড়ি-সহ অনেক জায়গায় বিশ্বকর্মার ৫ মাথা ও ১০ হাত-সহ সর্ব শক্তিমান দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়। এখানে বিশ্বকর্মার সঙ্গে থাকেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া এই উপলক্ষ্যে মেতে ওঠে ৫০০ গ্রাম থেকে ৪ কিলো আয়তনের জাম্বো বা জায়েন্ট জিলিপি তৈরিতে। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে পাঠানো হয় সেই জিলিপি। অনেক পরিবারে এই উপলক্ষ্যে অরন্ধন পালিত হয়।

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে আশাকর্মীদের অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: এক সহকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে পথে নামলেন ঝাড়গ্রামের আশাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের পাঁচমাথা মোড়ে ঘণ্টাখানেক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এরফলে ঝাড়গ্রাম শহরে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। আশাকর্মীদের অভিযোগ, তাঁরা মূলত গ্রামীণ এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। কোথাও এধরনের ঘটনা ঘটলে প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা খবর দেন এবং তাঁদের পরিচয় গোপন রাখার আশ্বাসও দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি পুলিশের একাংশ তাঁদেরই দায়ী করে অভিযোগ আনছে। একটি বাল্যবিবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক আশাকর্মী ও তাঁর স্বামীর নামে মিথ্যে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে অভিযোগ আশাকর্মীদের। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে ওই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

বকেয়া মেটানোর দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবার কাজ করে টাকা মেলেনি ঠিকাদারদের বলেই অভিযোগ। বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বলে দাবি বিভিন্ন ঠিকাদারি সংস্থার। তাই বকেয়া মেটানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে অবস্থিত জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের (পিএইচই) সামনে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থাগুলি কর্মীরা।

জানা গিয়েছে, জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পরিষেবা-সহ অন্যান্য প্রকল্পে কাজের টাকা মিলছে না ঠিকাদারদের। প্রায় এক বছরে বেশি সময় ধরে তাঁরা কোনও টাকা পাননি বলেই দাবি। তাই দুর্গোৎসবের আগে নিজেদের বকেয়া পাওনা মেটানোর দাবিতে সরব হয়েছেন ঠিকাদাররা। তাঁদের দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেই সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ঠিকাদার সংস্থাগুলি।

এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর পিএইচই সিভিল কন্ট্রাকটর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রতন কুমার হালদার জানান, 'আমাদের রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে আজ শান্তিপূর্ণ অবস্থান বিক্ষোভ করছি। এক বছর ধরে জল জীবন মিশন প্রকল্পে আমাদের বকেয়া পাওনা এখনো পায়নি। তার সঙ্গে অন্যান্য কাজেরও টাকা বকেয়া রয়েছে। আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য বুঝিনা। দ্রুত আমরা আমাদের কাজের বকেয়া টাকা চাই।'

রেল অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুজোর আগে কুড়মী সমাজের পক্ষ থেকে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর রেল অবরোধ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন কুড়মী সমাজের মূলমন্থা অজিত মাহাতো। সেই রেল অবরোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শিল্প বান্ধব কমিটি রঘুনাথপুর শহরে একটি ধিক্কার মিছিল করে প্রতিবাদ জানিয়ে অজিত মাহাতোকে হুঁশিয়ারি দেয়। কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুর্গাপুজোর ঠিক আগে রেল অবরোধ হলে ব্যাপক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে প্রত্যেককেই, তাই পুজোর প্রাক্কালে রেল অবরোধ কোনভাবেই মানা যাবে না।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : কাঁকারিয়া এস্টেট, ৬ষ্ঠ তল, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, ভারত **CIN : L65993WB1979PLC032394 GSTIN: 19AACCA2034K1ZU**
ফোন ৯১-৩৩-২২৮৮-০০৬৪ **ই-মেইল** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট** www.ludlowjute.com

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে যাতে শেয়ারহোল্ডাররা ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত খোলা ছিল।

৪৬তম সকালের দিকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোম্পানিটি শ্রী শচীন কুমার, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। স্ক্রুটিনাইজার বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত ইলেকট্রনিক ভোট এবং ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোটের যাচাই-বাছাই করেছেন এবং ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন অনুসারে একত্রিত ফলাফল নিম্নরূপ :

প্রস্তাব নং	বিবরণাদি	পক্ষে ভোট শতাংশ	বিপক্ষে ভোট শতাংশ
১	৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ডিরেক্টর বোর্ড এবং নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা এবং সংযুক্তকরণ।	৯৯.৯৯	০.০১
২	শ্রী সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল (ডিন : ০০৩২০৪৫৯), পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণ করছেন, উপযুক্ত, এবং পুনরায় নিয়োগের প্রস্তাব করায় তাঁকে ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা।	৯৯.৯৯	০.০১
৩	কস্ট নিরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত মেসার্স এসপিকে অ্যাসোসিয়েটস এর পারিশ্রমিক :	৯৯.৯৯	০.০১
৪ ৫	সম্পর্কিত পক্ষ এর সঙ্গে লেনদেন জন্য অনুমোদন নিমিত্ত কোম্পানির সেক্রেটারিয়েল নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ :	৯৯.৯৯	০.০১
৬	ঋণের সীমা বৃদ্ধির অনুমোদন ২০১৩ সলের কোম্পানি আইনের ধারা ১৮০(১)(সি) অধীনে :	৯৯.৯৯	০.০১
৭	কোম্পানির সম্পদ সম্পত্তি বা দায়বদ্ধতার বন্ধক বা চার্জের অনুমোদন ২০১৩ সলের কোম্পানি আইনের ধারা ১৮০(১)(এ) অধীনে :	৯৯.৯৯	০.০১

স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের ভিত্তিতে, ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সমস্ত রেজোলিউশনগুলি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিস লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা জৈন
কোম্পানি সেক্রেটারি
কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৬.০১.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) শ্রীমতী ইলিন প্রামাণিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী বিশ্বজিৎ প্রমাণিক, ঠিকানা - ৭৬, বিবেকানন্দ পার্ক, মহাত্মা গান্ধি রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, কলকাতা - ৭০০০৮২ (২) শ্রী বিশ্বজিৎ প্রমাণিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা সত্যজিৎ প্রামাণিক, ঠিকানা - ৭৬, বিবেকানন্দ পার্ক, মহাত্মা গান্ধি রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, কলকাতা - ৭০০০৮২ ঋণসুবিধাদি প্রাপ্ত রিচি রোড শাখা হইতে,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,০০,৬১৭.০০ টাকা (পনের লাখ ছশো সতের টাকা) ১৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং চার্জ সহ অ্যাকাউন্ট এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিকট বকেয়া **১৫,০০,৬১৭.০০ টাকা (পনের লাখ ছশো সতের টাকা) ১৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বিবরণ/সংযুক্ত/নং ইত্যাদি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, একতলায়,দক্ষিণ পূর্ব দিকে ভবনে পরিমাপ ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা কিচেন, এক বাথ তথা প্রিভি, এক ব্যালকনি, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ অবস্থিত মৌজা : সিরিটি, জেএল নং ১১, তৌজি নং ৮, খতিয়ান নং ৩৪, দাগ নং ৭৮২, থানা : হরিদেবপুর, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১৫ অধীন, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৬৫, মহাত্মা গান্ধি রোড (ডাক ঠিকানা : ৭৬, বিবেকানন্দ পার্ক), পো এবং থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৮২, **চৌহদ্দি ভবনের : উত্তরে :** নগেন্দ্র নাথ দাসের জমি; **দক্ষিণে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** জমি দাগ নং ৭৮২; **পশ্চিমে :** লাল মোহন মজুমদারের জমি।
** সারফেসি আইন (যদি কিছু থাকে) এর ধারা ১৩(৪) অধীনে পূর্বে ইস্যু করা নোটিশ প্রত্যাহৃত/বাতিল।

তারিখ : ১৮.০৯.২০২৫, স্থান : কলকাতা **স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
'রোহরা প্লাজা', ১ম ফ্লোর মিউনিসিপ্যাল বাস স্ট্যান্ড, জে.সি. ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী-৭১২১০১, পত্রঃ ই-মেল আইডি: sbi.64153@sbi.co.in

সংশোধনী
১৬.০৯.২০২৫ তারিখে **'একদিন'** সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট ডিমান্ড নোটিশে সম্পত্তির বিবরণের কলমে কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি ছিল। এটি 'শ্রীমতী সুপর্ণা বেরা স্বামী- শ্রী সন্তু বেরা, ২৬.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী **২৪,৭৯, ৯৯৭.০০ টাকা** (চব্বিশ লক্ষ উনআশি হাজার নয়শো সাতানব্বই টাকা মাত্র) এবং সেই সাথে ২৭.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যৎ সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি দিতে আপনি দায়বদ্ধ' -হিসাবে পড়তে হবে। বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

সংশোধনী
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেডের** নিলাম নোটিশ এই সংবাদপত্রের ১৮.০৯.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত দ্রষ্টব্য ৮ সম্পর্কিত একটি পঙক্তি "ই-নিলাম পোর্টালে অংশগ্রহণকারী উপযুক্ত ডাকদাতা লিকুইডেটর কর্তৃক চিহ্নিত হবে" তা বাতিল হবে। নতুন করে ক্রম নং ৮ দ্রষ্টব্য নিম্নে প্রদত্ত হল। ১৮.০৯.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত নোটিশের সঙ্গে নতুন ক্রম ৮ দ্রষ্টব্য পড়তে হবে।
৮. আগ্রহী ডাকদাতাদের তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদের মান এবং নিজ খরচে নথি যাচাই করতে পারেন নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উল্লিখিত সম্পদ পর্যবেক্ষণের জন্য শ্রী বিনয় কুমার সিংঘানিয়ার সহেগ আগাম যোগাযোগ করতে পারেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী নিলাম সম্পাদন করবেন।

লিকুইডেটর
শ্রী বিনয় কুমার সিংঘানিয়া
নিউ হিন্দ সিল্ক হাউস প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং
IBBI/IPA-001/IP-P00041/2017-18/10102
স্থান : কলকাতা ই-মেল : binay1@yahoo.com
তারিখ : ১৮.০৯.২০২৫ যোগাযোগ নং - ৯১ ৯৪৩৩০৬৮৭৯০

তোপধ্বনিতে কেঁপে উঠল মল্লগড়ের মাটি

এলেন পটের বড়ঠাকুরানি, শুরু হল ১০২৯ বছরের প্রাচীন দেবীর আরাধনা

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বিষ্ণুপুর: মুহুর্মুহু তোপের ধ্বনিতে কেঁপে উঠল মল্লগড়ের মাটি। প্রাচীন রীতি মেনেই কৃষ্ণা নবমী তিথিতে এলেন পটের বড় ঠাকুরানী রূপে মহাকালী। শুরু হয়ে গেল মল্লরাজাদের প্রাচীন দুর্গাপুজা। ৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে এই পুজোর শুরু হয়েছিল ১৯তম মল্লরাজা জগৎ মল্লের হাত ধরে।

আজ রাজা নেই, নেই রাজত্ব। কিন্তু কালের নিয়মে হারিয়ে যায়নি হাজার বছরের বেশি প্রাচীন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গাপুজা। প্রাচীন রীতি ও তিথি মেনেই কৃষ্ণা নবমী তিথিতে গোপাল সায়েরে মহাস্নান পর্বের পর তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন পটের বড় ঠাকুরানী রূপে মহাকালী দেবী। শুরু হয়ে গেল মল্লরাজাদের প্রাচীন দুর্গা আরাধনা। কথিত আছে, ১৯তম মল্লরাজা জগৎ মল্ল ৯৯৭ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়ে বট বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় এক অলৌকিক দৃশ্য দেখে ছিলেন। সেই সময় দেবী মৃন্ময়ীর দর্শন পান। তাঁর নির্দেশ মতো আজও যেখানে দেবীর পূজার্চনা হয়ে আসছে। সেখানেই মন্দির নির্মাণ করে গঙ্গা মাটির তৈরি মা মৃন্ময়ী রূপী

দুর্গার পুজো শুরু করেন ১৯তম মল্লরাজা জগৎ মল্ল। মৃন্ময়ীর নির্দেশ মতো বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজ পরিবারের কুলদেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান দেবী মৃন্ময়ী। সেই রীতি আজও অক্ষুন্ন থাকলেও, পুজোর জৌলুস এখন বেশ ফিকে। তবে পুজোর রীতি নিয়মে আজও রয়েছে প্রাচীনত্ব। যা অন্যান্য পুজো মণ্ডপের থেকে অনেকটাই আলাদা। বলীনারায়ণী পুঁথি মেনে পুজো হয় এখানে। নবমাদি কল্পারম্ভ এ জীতাষ্টমীর পরের দিন শুরু হয় মল্ল রাজাদের প্রাচীন দুর্গাপুজো। পুজো শুরুর জানান দিতে দেওয়া হয় তোপধ্বনি। ৯টি তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে জানান দেওয়া হয় শুরু হয়ে গেল মল্লরাজাদের প্রাচীন পুজো। তিনটি তিথিতে পটের তিন দেবীর তিনটি রূপের আগমন হয়। রাজ পরিবারের কথায়, তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে জীতাষ্টমীর পরদিন নিয়ম মেনে রাজ পুরোহিতদের পুজো পাঠের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় গোপাল সায়ের থেকে স্নান করিয়ে প্রাচীন মন্দিরে আসেন পটের বড় ঠাকুরানী অর্থাৎ মহাকালী। এরপর মান চতুর্থীর দিনে একই নিয়ম মেনে মন্দিরে আসবেন মেজ ঠাকুরানি অর্থাৎ মহালক্ষী। সপ্তমীর সকালে মন্দিরে আনা হবে ছোট ঠাকুরানী অর্থাৎ মহা সরস্বতী। এই পটের বিভিন্ন রূপের মন্দিরে প্রবেশ, ভোগ নিবেদন পর্বে গর্জে ওঠে কামানের ধ্বনি। মহা অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে মা মৃন্ময়ীর সামনে অষ্টধাতুর বিশালাক্ষ্মীর পুজো করা হয়। সোনার চাঁপা ফুল দিয়ে অঞ্জলী দেন রাজপরিবারের সদস্যরা। অঞ্জলীর পরেই স্থানীয় মোর্চা পাহাড়ে বড় কামানের তোপধ্বনি দেখতে ভিড় জমান লক্ষাধিক মানুষ। নবমীর নিশুতি রাতে রাজ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে পুরোহিত মশাই উলটো দিকে মুখ করে খচ্চর বাহিনীর পুজো করেন। অতীতে সেই সময় মল্ল গড়ে মহামারীর প্রকোপ বেড়ে গিয়েছিল এবং এই মহামারীর হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাতে খচ্চর বাহিনীর আরাধনা করা হয়। যা আজও চল রয়েছে মন্দিরে। বিজয়া যাত্রা করা হয় নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে। মৃন্ময়ীর এই পুজোকে ঘিরে শুধু রাজ পরিবারের নয়, আবেগ জড়িয়ে রয়েছে বিষ্ণুপুরের আপামর মানুষেরও। তাই আজ মৃন্ময়ীর পুজো শুরু হতেই মল্ল রাজাদের সুপ্রাচীন মৃন্ময়ীর মন্দিরে ভিড় জমালেন অসংখ্য মানুষ। খুঁজে পেলেন হাজার বছরের বেশি প্রাচীন দুর্গাপূজার ইতিহাস। আজ রাজা না থাকলেও, মা মৃন্ময়ীর পুজোর ইতিহাস জানান দেয় মল্লরাজাদের ইতিকথা।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI
বর্ধমান জোনাল অফিস
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর -২এ, বিধান নগর, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২
ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩, ইমেল - bardhaman.assetrecovery@bankofindia.co.in
২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ২০০২ সাসের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় নোটিশ ইস্যু এবং প্রেরিত হয়েছিল কিন্তু নোটিশগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি মারফত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত/সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ / এনপিএ-র তারিখ	১. অনুমোদিত সীমা ২. বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী আমিদা প্রসাদ,** পিতা প্রয়াত জগন্নাথ প্রসাদ, আইনি উত্তরাধিকারী শ্রীমতি প্রভাবতী প্রসাদ, সাউথ ধাদকা রোড, হনুমান মন্দিরের নিকট, পো : আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান : ৭১৩৩০২। শাখার নাম : **আসানসোল শাখা।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত-২য় এসটিডি ভবন -এএসবি শেড ফ্যাক্টরি সহ অবস্থিত ধাদকা রোড (দক্ষিণ), আসানসোল(এন), **বিক্রয় দলিল নং ১-৬৪৪০, তারিখ ০৩.০৯.২০০৩,** আরএস প্লট নং ৪৫৯ এবং ৪৫৯/১১৩৫, এলআর প্লট নং ১৫৮৭, সিএস খতিয়ান নং ৭, আরএস খতিয়ান নং ১৯১, জেএল নং ২৭, ওয়ার্ড নং ২৭, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০২, এরিয়া- ১৭৫৫ বর্গফুট, **সম্পত্তি শ্রীমতি প্রভাবতী প্রসাদ,** স্বামী প্রয়াত জগন্নাথ প্রসাদের নামে, দক্ষিণ ধাদকা রোড,পো : আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০২। **চৌহদ্দি :** পূর্বে : ধাদকা রোড ; পশ্চিমে : অন্যান্যর খালি জমি; উত্তরে : প্রেমনাথ প্রসাদের ভবন; দক্ষিণে : গোপাল রাউত এর ভবন।	০৩.০৯.২০২৫ / ৩১.১২.২০১৮	১. **টার্ম লোন ২২,০০,০০০ টাকা** ২. **১৩,১৬,৩৭৪.৪৯ টাকা** ইউসিআই সহ (তেরো লাখ ষোলো হাজার তিনশ চুয়াত্তর টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) (০৩.০৯.২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক বকেয়া) ১০.৯৫ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ (এবং আরও ২ শতাংশ হারে জরিমানা সুদ) যৌগিক হারে সুদ সহ মাস অন্তর এবং সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ

নোটিশ প্রেরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদাতাগণকে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ৬০ দিন অতিক্রান্তে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারারা উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে।

তারিখ: ১৮.০৯.২০২৫
স্থান: আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মালদায় প্লাবিত এলাকায় পরপর দুঃসংবাদ

ভুতনিতে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে গোটা এলাকা। এরই মধ্যে অনেকেই ঘর ছেড়ে অন্যত্র সরেছেন। আবার কেউ কেউ বানভাসি নিজেদের বাড়িতেই জলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন। এই অবস্থায় এক বানভাসি পরিবারের ঘর বন্যার জলে ডুবে যাওয়া বিছানার মধ্যে থাকা দেড় বছরের শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ভুতনি থানার হীরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর নন্দীটোলা এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শিশুর নাম সুমন মণ্ডল। তার বয়স দেড় বছর। মৃত শিশুর বাবার নাম বিবেক মণ্ডল, পেশায় দিনমজুর। মা সিমা মণ্ডল গৃহবধূ। ভুতনি থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিজের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

মৃত ওই শিশুর দাদু সুকুমার মণ্ডল বলেন, 'কিছুদিন আগে পশ্চিম রতনপুরের বাঁধ ভেঙে এলাকায় বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। গোটা এলাকা প্লাবিত হলেও মেয়ের ও জামাই ঘর ছেড়ে অন্যত্র সরে যায় নি। তাঁরা ঘরের মধ্যেই বাঁশের একটি মাচান করে খাট তৈরি করে। সেখানেই জীবন যাপন করছিল। এদিন সকালে জামাই ডিঙি নৌকা নিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। আর মেয়ে বাইরে কাজ করছিল। সেই মুহূর্তে ঘরের বিছানায় নাতি সুমন ঘুমিয়েছিল। পরে ওর মা গিয়ে দেখে বিছানায় নাতি নেই। দেখা যায় ঘরের বন্যার জলে নাতির হাত ভাসছে। তড়িঘড়ি ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়। বিছানা থেকে নিচে বন্যার জলের মধ্যে পড়ে ডুবে মৃত্যু হয়েছে নাতির।' মৃত শিশুর বাবা বিবেক মণ্ডল বলেন, 'আমার একমাত্র ছেলে এদিন খাটে ঘুমিয়ে ছিল। এরই মধ্যে যে ছেলে খাট থেকে ঘরের মধ্যে বন্যার জলের পড়ে যাবে, তা ভাবতেই পারি নি।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার ভুতনি এলাকায় পশ্চিম নারায়ণপুর এবং জুলাব্দিটোলা এলাকায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বন্যার জলে ডুবে। আবার এদিন এক শিশুর মৃত্যু হল। মালদার মানিকচক ব্লকের ভুতনির হিরানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরনন্দীটোলা এলাকার। যদিও এ প্রসঙ্গে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

গ্রামবাসীদের ব্রিজ তৈরিতে বাধা প্রশাসনের

প্রতিবাদে অবরোধ, বিক্ষোভ খানাকুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্য প্রশাসনের উপর কি সাধারণ মানুষ আস্থা হারাচ্ছেন? আসলে বারবার দাবি জানিয়েও, ব্রিজ তৈরির ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন বলে অভিযোগ। তাই গ্রামবাসীরা নিজেরা চাঁদা তুলে ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নিলেও বাঁধা দিচ্ছে প্রশাসন। এমনই অভিযোগ তুলে খানাকুলের বালিপুরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন এলাকার মানুষ। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে এদিন এলাকার মহিলারাও রাস্তায় বিক্ষোভে সামিল হন। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বালিপুর-ছত্রশাল রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে খানাকুল-১ ব্লকের বিডিও এলে তাঁকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। যতক্ষণ না লিখিত প্রতিশ্রুতি মিলছে, ততক্ষণ অবরোধ তোলা হবে না বলে গ্রামবাসীরা দাবি তোলেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, খানাকুলের তাঁতিশাল পঞ্চায়েত এলাকায় মুণ্ডেশ্বরীর শাখা খালের উপর কনকপুর ফেরিঘাটে দীর্ঘদিন ধরে বাঁশের ব্রিজ রয়েছে। বর্ষায় তা ভেঙে গেলে নৌকা চলাচল করে।

কিন্তু পর্যাপ্ত নৌকা না চলায় প্রসূতি মা থেকে স্কুলের পড়ুয়াদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। বাম আমল থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি মিললেও আজও তা পূরণ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে লোহার ব্রিজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। তারপরও ব্লক প্রশাসনের তরফে ফেরিঘাটের টেন্ডার নোটিস করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদেই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন এলাকার মানুষ। রাস্তা অবরোধের জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। এই বিষয়ে অভিজিৎ মান্না জানান, 'দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের একটা পোলের প্রয়োজন কিন্তু সেটা গুরুত্ব দিচ্ছে না প্রশাসন। এই রাস্তাটা ছাড়া আমাদের কোন রাস্তা নেই।' অপরদিকে খানাকুল এক নম্বর ব্লকের বিডিও অরিন্দম মুখার্জি বলেন, 'এটা বিবেচনাধীন। ব্রিজ তৈরি করতে হলে সেচ দপ্তরের অনুমতি চাই। আমরা বিষয়টা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবো। তবে ফেরিঘাটের ডাক বন্ধ আছে।' সবমিলিয়ে এদিন বিডিওর আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন ওই গ্রামের মানুষ।

পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে বালতি-ঝাঁটা হাতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে হাতে খালি, কলসি, বালতি এবং ঝাঁটা নিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন রতুয়া থানার সামসি এলাকার শতাধিক বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকালে চাঁচোল মহকুমার রতুয়া ১ ব্লকের সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের মতিগঞ্জ এলাকার রাজ্য সড়কের সামিল হন শতাধিক গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রায় এক মাস ধরে পিএইচই'র পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। তীব্র গরমের মধ্যে পানীয় জল পেতে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে শতাধিক গ্রামবাসীদের। কয়েকজন মোটা টাকা দিয়ে নিজেদের বাড়িতে সাবমারসিবল পাম্প বসিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো ব্যক্তিগত থাকায় সহজে ব্যবহার করতে দেয় না অন্যান্য গ্রামবাসীদের। দিনের পর দিন নোংরা জল ব্যবহার করতে হচ্ছে গ্রামের অধিকাংশ মানুষকে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। তাই এদিন বাধ্য হয়েই মতিগঞ্জ দাসপাড়া এলাকার শতাধিক গ্রামবাসীরা মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রতুয়া থানার পুলিশ এবং সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় এলাকার এক নির্বাচিত সদস্য বাপি দাস। পুলিশ ও পঞ্চায়েত সদস্যদের আশ্বাসের পরে অবরোধ তুলনা স্থানীয় গ্রামবাসীরা। সামসি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনীষা দাস বলেন, 'সাবমারসিবল পাম্প বসানোর ক্ষেত্রে খরচটা বেশি। যদিও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ওই গ্রামে কয়েকটি সাবমারসিবল বসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।পাশাপাশি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে পিএইচই দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।' চাঁচল মহকুমার পিএইচই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ জানিয়েছে, 'কিছু জটিলতার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

শুরু হল কালনা শান্তিপুর সেতুর সয়েল টেস্টিংয়ের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরে আট বছর কেটে গিয়েছে। ভাগীরথীর উপরে কালনা এবং নদিয়ার শান্তিপুরের মধ্যে সেতু তৈরির জন্য জমি কেনার কাজ প্রায় শেষ। এবার মাটির সয়েল টেস্টিং-এর জন্য কাজ শুরু হয়েছে। ফলে ব্রিজ তৈরি হওয়ার দিকে আরো একধাপ এগলো সরকার। স্থানীয় সাতগাছি পঞ্চায়েতের প্রধান হরে কৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, 'বাইরে থেকে মেশিন এসে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কালনা শান্তিপুর ব্রিজের কথা। তার আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হলো বলা যেতে পারে।' যদিও এখনও ৯৮ শতাংশ জমি কেনা সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যারা এখও জমি দেয়নি, তারা জমি দেবে বলেও জানিয়েছেন প্রধান। ২০১৮ সালে কালনায় একটি সভা থেকে সেতুটির কথা ঘোষণা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। খরচ ধরা হয় হাজার কোটি টাকা। কিন্তু জমির দাম নিয়ে আপত্তি ওঠে। শরিকি বিবাদের মতো নানা সমস্যায় জমি জট ছিল। তবে মাটির সয়েল টেস্টিং-এর কাজ শুরু হওয়ায় এবার আশার আলো দেখছেন স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে জমিদাতারা। এ প্রসঙ্গে এক জমিদাতা বলেন, 'আমিও জমি দিয়েছিলাম এবার কাজ শুরু হয়েছে, আমরা ভীষণ খুশি, কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

গোরু মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে কাঁকসায় কলকাতার বিশেষজ্ঞ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন ধরে কাঁকসায় একের পর এক গোরুর মৃত্যু হয়। বুধবার গ্রামে কাঁকসা ব্লকের প্রাণী সম্পদ দপ্তরের দল গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর বৃহস্পতিবার গোরু মৃত্যুর কারণ খুঁজতে কলকাতা থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল পৌঁছায় কাঁকসা মলানদিঘি পঞ্চায়েতের সরস্বতী গঞ্জ গ্রামে। মৃত এবং অসুস্থ গোরুর শরীর থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। গত কয়েক দিন ধরে কাঁকসার মলানদিঘির সরস্বতীগঞ্জে অজানা কারণে একের পর এক গোরুর মৃত্যু হতে থাকে। তাঁর কারণেই এই বিশেষজ্ঞ দল আসে বলে জানা গেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, এলাকায় প্রায় ১৫টি গোরুর মৃত্যু হয়েছে। যদিও সরকারি হিসাবে ১০টি গোরুর মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। প্রাণিসম্পদ দপ্তর সূত্রের খবর, ব্ল্যাক কোয়ার্টার নামক ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে মৃত্যু হচ্ছে গোরুগুলির। হঠাৎ জ্বর, পেশীতে ফুলে যাওয়া। বিশেষ করে বাছুরদের ক্ষেত্রে এমন দেখা গেছে। তারপরেই মৃত্যু ঘটছে। প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পশ্চিম বর্ধমান জেলার ডেপুটি ডিরেক্টর অনির্বাণ ঘোষ জানিয়েছেন, 'খবর পাওয়া মাত্রই আমরা বুধবার একটি দল পাঠাই। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেও ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল। এখনো পর্যন্ত ২০০ গোরুর

শরীরে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কলকাতা থেকেও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের বিশেষজ্ঞ দল আসে। তাঁরা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে আগামী কয়েকদিন ভ্যাকসিনের প্রক্রিয়া চলবে। নতুন করে আর যাতে মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে সেইজন্য তাদের বিশেষ নজরদারি এবং ক্যাম্প চলছে।' পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, 'এই খবর রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের কাছে যাওয়া মাত্রই বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন। রাজ্যের তরফে একটি দল পাঠানো হয়েছে।'

অভাবকে সঙ্গী করেই দেবীর মণ্ডপ গড়েন বাগনানের আলাল আলি

মনোজ চক্রবর্তী ● বাগনান

হাওড়ার বাগনানের নুন্টিয়া সংলগ্ন ভুঞেড়া গ্রাম। কৃষি নির্ভর এই গ্রামের বেশ কয়েকজন মানুষ পুজোর দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। এমনিতে সামান্য জমিতে চাষাবাদ করলেও অনেকের আয়, বলা ভালো রুটি রুজির একমাত্র সম্বল বিভিন্ন পুজোর থিমের মণ্ডপ তৈরি করা। শুধু অর্থনৈতিক সাশ্রয় নয়, অনেকটা নেশার মতো হয়ে যায় পুজোর থিম নির্ভর মণ্ডপ তৈরি। এখন বৃষ্টিকে পাশ কাটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলছে দুর্গা পুজোর মণ্ডপ তৈরির কাজ। এমনই একটি মণ্ডপ হাওড়া বাগনানের নুন্টিয়ার তরুণ দল ক্লাবের মণ্ডপ। বুধবার অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের থিম সংপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আগে দেখা গেল অভূতপূর্ব এক চিত্র। ভুঞেড়া গ্রামের ডেকরেটর ষাঠোর্ধ্ব শিল্পী শেখ আলাল আলি, তড়িঘড়ি সাজিয়ে তুলছেন মণ্ডপ। তিনি জানান, 'আর কয়েকদিন পরই মা আসছেন, তাই আর ফুরসত নেই। যত তাড়াতাড়ি মণ্ডপ তৈরি করা যায় আর কি!' বাড়িতে তিন সন্তান স্ত্রী এবং বৃদ্ধা মা নিয়ে তাঁর সংসার। ১৮ বছর বয়স থেকে দেবদেবীর মণ্ডপ তৈরি করে আসছেন তিনি। তাঁর হাতের তৈরি মণ্ডপে যখন ধান পান দেবী তখন শান্তিতে ভরে যায় বুক। এমনটাই জানিয়েছেন

তিনি। বছরের কয়েক মাস দিনে সাড়ে চারশো টাকা রোজগারই তাঁর একমাত্র সম্বল। এবার এই পুজোর থিম ইন্ডিয়া গেট-জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক অরিন্দম মাঝি।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে কো-অর্ডিনেশন বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার কাঁকসার এসএইচজি হলে কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে কো-অর্ডিনেশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে, কাঁকসা থানার আইসি প্রসূন খাঁ, কাঁকসার এসিপি (আইপিএস) আয়ুষ পাণ্ডে, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি অনুপ কুমার হাতি, পানাগড় দমকল বিভাগের আধিকারিকরা, পানাগড় আর পিএফ পোস্টের ওসি, পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের আধিকারিকরা-সহ কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিকরা ও কাঁকসা ব্লকের সমস্ত পুজো কমিটির সদস্যরা। এদিন কাঁকসা ব্লকের সমস্ত পুজো কমিটি গুলির মধ্যে কারোর কোনো সমস্যা আছে কিনা সেই বিষয়ে জানার পর, কিভাবে সমাধান হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি আসন্ন দুর্গাপুজোয় সমস্ত পুজো কমিটিগুলিকে কোন কোন বিষয়গুলি মেনে চলতে হবে সেই নিয়ে সকলকে অবগত করা হয়। কাঁকসার বিডিও পর্ণা দে সকল পুজো কমিটি গুলিকে ডেঙ্গু রোধের জন্য সচেতনতা মূলক প্রচার করার আবেদন জানান। এছাড়াও দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে সমস্ত পুজো কমিটিগুলিকে কোনো জলাশয় বা পুকুর না ঘেরার জন্য আবেদন জানানো হয়। হটাৎ কোথাও আগুন লাগলে জল নিতে যাতে সমস্যা না হয় সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন করেন আধিকারিকরা।

শিশু সুরক্ষায় বিশেষ আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হলো একটি উচ্চপর্যায়ের আলোচনা সভা। মূলত নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ করবার লক্ষ্যে এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। বাল্যবিবাহ বিলোপের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৌশল গ্রহণের জন্য বিশেষ আর্জি জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ব্লক স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস, যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পরিমল বর্মন, ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার নীলাদ্রি মজুমদার, সিডিপিও মিঠুন বর্মন, শক্তি বাহিনীর জেলা কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান বিএসএফ-এর প্রতিনিধি-সহ আরো অনেকে। এ বিষয়ে যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পবিত্র বর্মন জানান, 'সরকারি প্রকল্পগুলি যাতে সঠিকভাবে শিশু ও পরিবারগুলির কাছে পৌঁছায়, সেই দিকে নজর দেওয়া হবে।' সিডিপিও মিঠুন বর্মন বলেন, 'সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রগুলোয় আমরা শিশুদের পাশে আছি।'

বাংলার প্রথম দুর্গাপুজোয় একসময় হত নরবলি

সুজিত ভট্টাচার্য্য

কাঁকসা: বাংলার সবার প্রথম কোথায় দুর্গাপুজো শুরু হয়েছিল তা হয়তো অনেকের জানা নেই। তবে ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, বঙ্গ-ভঙ্গ হওয়ার বহুবছর আগে সেই সময় ভারতে শাসন করতেন বক্তিয়ার খিলজি। সময়টা ছিল প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি আগের। অবিভক্ত বাংলার শাসনে ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেন। বক্তিয়ার খিলজি বারবার রাজা লক্ষ্মণ সেনের উপর হামলা চালানোর কারণে, রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁর সৈন্য নিয়ে লুকিয়ে পড়েন কাঁকসার গড় জঙ্গলে। এই জঙ্গল এতটাই বড় এবং ঘন ছিল যে লুকিয়ে পড়লে সহজে তার সন্ধান পাওয়া যেত না। সেই সময় এই গড় জঙ্গলে ছিল কাপালিকদের বাস। কথিত আছে, এই কাপালিকরাই শুরু করেন দেবীর দুর্গাপুজো। তবে তখন দেবীর কোনও মূর্তি ছিল না, একটি পাথর খোদাই করে দেবীমূর্তি বানিয়ে তাঁকেই পুজো করতেন তাঁরা। পুজোর সময় কাপালিকরা নরবলি দিতেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন গড় জঙ্গলে আত্মগোপন করার সময় সেই বছরেই কাপালিকরা সিদ্ধি লাভের জন্য ১০৮টি নরবলি দেবে বলে স্থির করেন। এরপর, সিদ্ধি লাভের জন্য নরবলিতে রাজা লক্ষ্মণ সেন বাঁধা দেবে বলে কাপালিকরা জানতে পান। কাপালিকরা রাজা লক্ষ্মণ সেনের শরণাপন্ন হন। তাঁরা তাঁকে বোঝান, রাজা লক্ষণ সেন যদি পুনরায় শক্তি বৃদ্ধি করতে চান তাহলে তাঁকেও এই পুজোতে থেকে দেবীকে প্রসন্ন করতে হবে, দেবী প্রসন্ন হলে, তিনি আবার পুনরায় শক্তি ফিরে পাবেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁদের কথায় রাজি হলেও মাঝে এসে ব্যাঘাত ঘটান তাঁর সভাকবি 'কবি জয়দেব'। তিনি বলেন, 'দেবীর জাগ্রত হওয়ার প্রমাণ দিতে, তবেই নরবলি হবে, নচেৎ বন্ধ করতে হবে।' কাপালিকরা প্রমাণ দিতে না পারায়, কবি জয়দেব নিজেই দেবীর দুর্গা এবং কৃষ্ণের রূপ ধারণ করে নরবলি প্রথা বন্ধ করে দেন। তবে, দেবীর আরাধনা কপালিকরা কতদিন আগে শুরু করেছিলেন তা কারোর জানা নেই। কবি জয়দেব দ্বারা দেবীর দুটি রূপ দেখানোর পর থেকেই গড় জঙ্গলে দেবীর নাম হয় 'শ্যামারূপা'। সেই থেকেই রাজা লক্ষ্মণ সেন পুনরায় পুজোর সূচনা করেন। তবে, দেবীর পাথরে খোদাই করা আসল মূর্তিটি বন্যায় ভেসে যাওয়ায়,

পরে তাঁর অনুকরণ করে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেই চলতে থাকে দেবী দুর্গার পুজো।

শোনা যায়, রাজা লক্ষ্মণ সেন মারা যাওয়ার আগে গড় জঙ্গল এবং দেবীর পুজোর দায়িত্ব দিয়ে যান ইছাই ঘোষকে। পরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেন ও কর্ণ সেনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারা যান ইছাই ঘোষ। ইছাই ঘোষের পালিত কন্যার বিবাহ হয়েছিল কাশিপুর মহারাজের ছেলের সঙ্গে। কথিত আছে, ইছাই ঘোষ মারা যাওয়ার পর তাঁর পালিত কন্যা দেবী মূর্তি নিয়ে যাবার চেষ্টা করে গড় জঙ্গল থেকে। মূর্তি নিয়ে বরাকরে নদ পার করার সময় মূর্তিটি পরে যায়। বহু খোঁজাখুঁজি পরও মূর্তিটি পাওয়া যায় নি। অগত্যা তাঁরা খালি হাতে কাশীপুরে ফিরে যান। পরে ইছাই ঘোষের পালিত কন্যা সপ্নাদেশ পান। দেবী ওখানেই রয়েছে তাঁকে ওই জায়গাতেই প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ পান তিনি। সেই মতো কল্যাণীশ্বরী নামেই মন্দির করে প্রতিষ্ঠিত করা হয় দেবীকে। তাই আজও 'শ্যামারূপা'র পুজো শুরু হওয়ার পর কল্যাণীশ্বরীতে পুজো শুরু হয়। নরবলি না হলেও আজও এখানে ছাগ বলি প্রথা চলে আসছে। এছাড়া সারা বছরই নিত্য সেবা হয় এখানে। বিশেষ করে পুজোর কয়েকটা দিন এখানে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন থাকে। ঘন জঙ্গলের ভিতরে যাতে মানুষের যাতায়াতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য গোটা জঙ্গল নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেয় কাঁকসা থানার পুলিশ। এখানে পুজোর আরও একটি আকর্ষণ হল অষ্টমীর দিন তোপের ধ্বনি শুনতে পাওয়া। তারপরেই শুরু হয় বলি প্রথা। শুধু শ্যামারূপা নয়। তোপের ধ্বনি শুনে বলি হয় জঙ্গলের আসে পাশের সমস্ত গ্রামে। আর এই তোপের আওয়াজ শোনার জন্য জেলা, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন এখানে। এখানে গাছের গায়ে ইটের টুকরো বেঁধে হয় মানসিক। মানসিক পূরণ হলে দেবীকে মানসিকের ফল, মিষ্টি দিয়ে পুজো দেন ভক্তরা। তবে, ভক্তদের আক্ষেপ যেহারে শব্দ দূষণ বেড়ে গেছে, তাতে কোনটা বাজির আওয়াজ। আর কোনটা তোপের আওয়াজ তা বুজে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে, জঙ্গলের ভিতরে কোথা থেকে এই তোপের আওয়াজ আসে তা আজও অনেক চেষ্টা করে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। শহরের পুজো ছেড়ে ঘন জঙ্গলের ভিতর গা ছমছম করা পরিবেশে এসে বাংলার প্রথম শুরু হওয়া দুর্গাপুজো দেখতে ও তোপের আওয়াজের সাক্ষী থাকতে, আজও হাজার হাজার ভক্তরা ভিড় জমান গড় জঙ্গলের এই 'শ্যামারূপা'র মন্দিরে।

সিংহ নয়, মদনপুর জমিদার বাড়ির মা দুর্গা ব্যাঘ্রবাহিনী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

অন্ডাল: ব্যাঘ্র বাহিনী রূপে আজও পূজিত হয়ে আসছেন মদনপুরের জমিদার বাড়ির দুর্গা। অন্ডালের মদনপুরের জমিদার বাড়ির পুজো ঘিরে এলাকায় থাকে সাজো সাজো রব। পারিবারিক পুজো হলেও গ্রামের প্রায় সকল মানুষ এই ব্যাঘ্র বাহিনী মায়ের পুজোয় অংশ গ্রহণ করতে ভোলেন না। অন্ডালের মদনপুরের জমিদার বাড়ির দুর্গা আজও প্রাচীন প্রথা মেনেই ব্যাঘ্র বাহিনী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন।

কথিত আছে অন্ডাল মদনপুরের জমিদার পরিবারের প্রথম জমিদার মহেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজ থেকে আনুমানিক ২১৭ বছর আগে এই মায়ের পুজো শুরু করেছিলেন। জমিদার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায়, মা দুর্গা মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে স্বপ্নাদেশ দেন তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার এবং স্বপ্নে মূর্তি কেমন হবে সেই রূপে মা মহেশ বাবুকে দেখা দেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। একইসঙ্গে দুর্গাপুরের মৃৎশিল্পী ভুবন মিস্ত্রিকে ওই একই রূপে দর্শন দেন মা এবং মূর্তি গড়ার নির্দেশ দেন। মা বাঘের ওপরে উপবিষ্ট, তাঁর বাম পার্শ্বে গণেশ এবং ডান পার্শ্বে কার্তিক। মায়ের এই রূপ অন্যত্র খুব একটা দেখা যায় না। প্রথম থেকেই যে নিয়মে পুজোর অনুষ্ঠান চলত তা আজও মেনে হয় পুজো। এই পুজো চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের পারিবারিক পুজো। তাই পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতায় এই পুজো চলে আসছে। মহেশ বাবু খুব বড় মাপের জমিদার ছিলেন। তাঁর হাতে প্রচুর মৌজার মালিকানা ছিল। বিহারের মুজফরপুরে জমিদারির প্রধান কার্যালয় ছিল। এদিকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম-সহ বর্ধমান জেলায় অনেক মৌজার মালিকানা পেয়েছিলেন তিনি। এখনও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক চাষি, যাদের জমিদারি আমলে (কোটাল) বলা হত, তাঁরা আজও এই প্রাচীন প্রথামতো পুজোর শুরুতেই চলে আসেন মদনপুরের এই ব্যাঘ্র বাহিনী মায়ের মন্দিরে। পুজোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে পালন করেন তাঁদের কাজ। এখনও জমিদার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের অনেকেই যারা কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন, তাঁরাও এই পুজোর ক'দিন নিজেদের পিতৃভিটার পুজোয় অনুপস্থিত হতে চান না। প্রায় সকলেই এসে থাকেন এখানে। পুজোর চার দিন নিজ ঘরে রান্না হয় না, মন্দির প্রাঙ্গণে দু'বেলা মায়ের ভোগের আয়োজন করা হয়।

বিহারে ভোটের আবহে শাহ-নীতীশ বৈঠক

পটনা, ১৮ সেপ্টেম্বর: আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিহারে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তুঙ্গে উঠেছে। জেডি(ইউ) সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বৃহস্পতিবার পটনায় বিজেপি নেতা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন। অমিত শাহ ও নীতীশের মধ্যে এদিন নানা বিষয়ে কথা হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ দিলীপ জয়সওয়াল, জেডি(ইউ)-এর কার্যকরী জাতীয় সভাপতি সঞ্জয় ঝা, উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, বিজেপির বিহার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনোদ তাওয়াড়ে, জেডি (ইউ)-এর সিনিয়র নেতা এবং মন্ত্রী বিজয়কুমার চৌধুরী এবং কয়েকজন বর্ষীয়ান নেতা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সূত্রের খবর, জেডি(ইউ) এবং বিজেপির শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বিহার বিধানসভা নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গতি পাচ্ছে এবং এনডিএ-র অন্তর্ভুক্ত দলগুলির নেতারা আসন বণ্টন নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে এক দিনের সফরে এসে দলীয়

অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে রাহুল ও তাঁর কোম্পানি, তোপ শাহর

রোহতাস, ১৮ সেপ্টেম্বর: ভোটব্যাঙ্কের জন্য দেশের তরুণদের পরিবর্তে, অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে রাহুল গান্ধি ও তাঁর কোম্পানি। এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার বিহারের রোহতাসে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'তাঁরা (কংগ্রেস) প্রতিবারই মিথ্যা গল্প ছড়িয়েছে। রাহুল গান্ধি যাত্রা করেছিলেন, তাঁর যাত্রার বিষয় ভোট চুরি ছিল না। ভালো শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ছিল না। যাত্রার বিষয় ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানো।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এটা ছিল রাহুল গান্ধির 'অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও যাত্রা'। অনুপ্রবেশকারীদের কি ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত, তাদের কি বিনামূল্যে রেশন দেওয়া উচিত? অনুপ্রবেশকারীদের কি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চাকরি, ঘর, চিকিৎসা পাওয়া উচিত? আমাদের যুবকদের পরিবর্তে, এই রাহুল বাবা এবং তাঁদের কোম্পানি ভোটব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব প্রতিটি ঘরে গিয়ে তাদের বলা, যদি ভুল করেও তাঁদের সরকার গঠিত হয়, তাহলে বিহারের প্রতিটি জেলায় কেবল অনুপ্রবেশকারীই থাকবে।'

পাথর-ধস, অল্পে রক্ষা বিজেপি সাংসদের

বদ্রীনাথ, ১৮ সেপ্টেম্বর বদ্রীনাথ হাইওয়ে ধরে যাওয়ার পথে ধসের কবলে পড়লেন উত্তরাখণ্ডের গড়ওয়ালের বিজেপি সাংসদ অলিন বালুনি। দুর্যোগ-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন সাংসদ। বদ্রীনাথ হাইওয়ে ধরে বুধবার তাঁর গাড়ির কনভয় যাচ্ছিল। দেবপ্রয়াগের কাছে আচমকাই হাইওয়ের উপরে পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে পাথর, বোল্ডার। অল্পের জন্য রক্ষা পান সাংসদ বালুনি। জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে চামোলি এবং রুদ্রপ্রয়াগে ধসকবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর তিনি হৃষিকেশে যাচ্ছিলেন।

চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নিখোঁজ ১০

চামোলি, ১৮ সেপ্টেম্বর: মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ফের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি উত্তরাখণ্ডে। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ২৭-৩০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার চামোলির জেলাশাসক সন্দীপ তিওয়ারি বলেছেন, 'বুধবার রাতে চামোলি জেলার নন্দনগর ঘাট এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নন্দনগরের কুন্ত্রি লাঙ্গাফালি ওয়ার্ডে ৬টি বাড়ি ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেছে।' জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরও জানিয়েছেন, ১০ জন নিখোঁজ রয়েছেন, দুই মহিলা ও একটি শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। চামোলি জেলা প্রশাসন ঘটনাস্থলে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান জোরদার করেছে। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, জনসাধারণ আতঙ্কিত এবং ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে কাজ। এসডিআরএফ জানিয়েছে, চামোলি জেলার নন্দনগর নগর পঞ্চায়েতের কুন্ত্রি লাগা ফালি, কুন্ত্রি লাগা সরপানি এবং ধুরমা ওয়ার্ডে মেঘভাঙা বৃষ্টির পর উদ্ধার অভিযান চলছে। প্রাথমিক রিপোর্টে ২৭-৩০টি বাড়ি এবং গোয়ালঘরের ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় পুলিশের তথ্য অনুসারে, ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রায় ১০ জন আটকে পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়াও, আহত অবস্থায় দুই মহিলা এবং এক শিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দেরাদুনের জরুরি অপারেশন সেন্টার থেকে চামোলি এবং অন্যান্য অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে প্রায় ৩৫টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ২০ জন আহত এবং ১৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। চামোলিতে বুধবার রাতের এই দুর্যোগে ২০০ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সমস্ত উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছেছে। জেলা প্রশাসক এবং এসএসপিও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুরুতর আহতদের ঋষিকেশের এইমসে স্থানান্তর করা হবে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আইটিবিপি এবং পুলিশ উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে।

জ্বলছে গাজা, বলছে ইজরায়েলই

তেল আভিভ, ১৮ সেপ্টেম্বর: গাজা শহর দখলের লক্ষ্যে আক্রমণ আরও বৃদ্ধি করল ইজরায়েল। এ বার স্থলপথে গাজার অন্যতম প্রধান জনবসতিপূর্ণ এলাকাতেও ঢুকে পড়ল ইজরায়েলি সেনার কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক। বুধবার ছিল গাজায় স্থলপথে ইজরায়েলের আক্রমণের দ্বিতীয় দিন। সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র একটি প্রতিবেদন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে গাজা শহর দখলের লক্ষ্যে পুরোদমে অভিযান শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল। সেনার ট্যাঙ্ক, বুলডোজার এবং সাঁজোয়া গাড়িগুলি উত্তর গাজার শেখ রাদওয়ানে ঢুকে পড়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, শেখ রাদওয়ান জেলার বিভিন্ন এলাকায় চলাফেরা করছে ইজরায়েলি ট্যাঙ্ক এবং বুলডোজারগুলি। পিছনে মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছে বোমা-গুলির শব্দ। কখনও গোলাবর্ষণ করে, কখনও আবার ধোঁয়া-বোমা ছুড়তে ছুড়তে এগোচ্ছে সেনার গাড়ি। গাজায় ইজরায়েলের হামলা শুরুর আগে শেখ রাদওয়ানে ছিল কয়েক হাজার মানুষের বাস। গাজা শহরের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলির মধ্যে একটি ছিল এই এলাকা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বুধবার ইজরায়েলি সেনার অনুপ্রবেশের পর থেকে আশপাশের ঘরবাড়ি এবং প্রধান সড়কগুলিতে মুহুর্মুহু বিমান হামলা চালানো হচ্ছে। একে স্থলপথে আক্রমণের মহড়া বলে মনে করছেন এলাকাবাসীরা। ইজরায়েলি সেনা (আইডিএফ)-র বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ গাজা শহর ছেড়ে পালিয়েছেন। তার মধ্যে অগস্ট মাসের পর থেকে গাজা ছেড়েছেন প্রায় ১,৯০,০০০ প্যালেস্টাইনি। এখনও সাড়ে ছ'লক্ষ মানুষ আটকে রয়েছেন সেখানেই। এই হামলার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছে ইজরায়েল। সে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাৎজ বলেছেন, 'পণবন্দিদের মুক্তি এবং হামাসের পরাজয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।'

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 47/WS/Eng/APAS/2025 Dt. 18-09-25 & N.I.E. ET. No. 62/PW/Eng/APAS/25 Dt. 18-09-25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

WBCADC TAMLUK PROJECT
NIT No. 04/2025-26, DT. 18/09/2025

E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. For the Sinking of Tube Well with Installation of submersible pump at Irrinchi Farm under WBCADC Tamluk Project. Details of which will be available from this office during the office hours or at https://wbtenders.gov.in from 19/09/2025. Tender ID: 2025_PRD_905374_1. Bid submission end date for the following works 14/10/2025 at 17:30 hrs. Estimated Cost Rs. 4,03,615.00

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Mob No: 9732597683, 9434667766

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF. NO-13 / CH-II P.S./2025-2026 DT. 13.09.25 (20 nos), 14/ CH-II P.S/2025-2026 DT. 15.09.2025 (20 nos), 15/CH-II P.S/2025-2026 DT. 16.09.2025 (15 nos), 16/ CH-II P.S/2025-2026 DT. 17.09.2025 (18 nos) & 17/CH-II P.S/ 2025-2026 DT. 17.09.2025 (11 nos) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১২৭_২০২৫-২৬, তারিখ ১৭.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/ ৪/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/রামপুরহাট-এর অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য টার্ন কী ভিত্তিতে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস -এর মাত্রাসূচক মেনে ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট-এর প্রয়োগসহ পানীয় জলের ব্যাক্টেরিয়া পরিশোধন কার্যের অবশিষ্ট কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৪,৯৫,৯৭৯.৩০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,২৯,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-298/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

STATE FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

SFDCL invites e-tender from eligible bidder against 05 NIT's vide. No.
SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/01(e) (2 nd Call),
SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/02(e) (2 nd Call)
SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/03(e) (2 nd Call),
SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/07(e) (2 nd Call)
SFDC/MD/NIT/Inland/2025-26/08(e) (2 nd Call).
regarding supply of different aquaculture inputs in different fisheries projects. Bid submission start & end date for all tenders are **19.09.25 & 27.09.25** respectively. For details visit: **wbtenders.gov.in**

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন কর্তৃক এই সংবাদপত্রে পূর্বে প্রকাশিত **পূর্ব রেলওয়ের সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর অতিরিক্ত ই-নিলাম কর্মসূচির** সংশোধনী, যেখানে নিম্নরূপ অতিরিক্ত কর্মসূচি যুক্ত করা হয়েছে ঃ **শিয়ালদহ ডিভিসনে অতিরিক্ত নিলামের তারিখ ঃ ২৫.০৯.২০২৫।** শিয়ালদহ ডিভিসন এবং অন্যান্য ডিপো ও ডিভিসনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

Stores-35/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT NO	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	Development of Green space at A-Block of Ward No. 03 within Birnagar Municipality under AMRUT 2.0 (Tender ID: 2025_MAD_904324_1)	WBMAD/BM/8e/2025-26 Mmeo no 450/PWD Dated: 16-09-2025	18-09-2025 at 1.00 pm	08-10-2025 at 03.00 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/386/25-26 Dated 16.09.25	Construction of Concrete Road from Gopal Mondal House to Biswajit Roy via Sanjib Nath's house near Ration Shop in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,42,259.00
WBMAD/ULB/RSM/387/25-26 Dated 16.09.2025	Construction of drain at Shrabani Complex A-Block H/O Subhagata Banerjee to Nischintapur Road in West Side at Ward NO-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-69, Proposal Sl No-1, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,94,044.00
WBMAD/ULB/RSM/388/25-26 Dated 16.09.2025	Construction of drain at Shrabani Complex Development Society House Beside North Side H/O Prabir Saha beside to H/O Monoranjan Singha at Ward NO-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-69, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,797.00
WBMAD/ULB/RSM/389/25-26 Dated 16.09.2025	Repairing of Road at Shrabani Complex C-Block H/O Sreekrishna Das to H/O Jharna Bhattacharjee at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-69(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,62,183.00

Bid Submission end date: **27.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

Sealed tender are invited by Air Officer Commanding, Air Force Station, Kalaikunda for allotment of following Regimental shops/ Vendor services on contract basis inside the Air Force camp area for the period 01 November 2025 to 30 September 2026.

A. Regimental shops, Area : Camp-I , No.of Shops : 01 (Each)

1). Cycle repairing, 2). Fruit & Juice Shop, 3). Gift & Variety, 4). Readymade Cloth, 5). HQ Cafeteria, 6).Tea Stall Eagle Cinema, 7). Vegetable & Fruit, 8). Electrical Repair , 9). Barber Shop, 10). Tailoring-A, 11). Tailoring -B,12). Dry Cleaner / Laundry / Courier Service, 13). Station Bakery,14).Chola Bhatura Stall, 15). Momos Stall, 16). Cable TV & Broadband, 17). Mochi Shop, 18). Stationary Shop, 19). Grocery Shop, 20). Ice-Creame Parlor, 21). Food Restaurant, 22). Chiken Shop, 23). Alfred Cooke Cafe, 24). AWI Station Café, 25). Saloon, 26). RO Plant.

B. Regimental shops, Area : Camp-II , No. of Shops : 01(Each)

1). Sweets & Snacks 2). Market Haat, 03). General Store

C. Regimental shops, Area : SV , No. of Shops : 01 (Each)

1). Ladies Tailoring, 2). Gift & Variety Shop, 03). Barber Shop, 04). Fruit & Juice Shop 5). Vegetable Shop, 6). Bakery Shop, 7). Food Restaurant, 8). Tailor Shop.

D). Vendor Services : Camp Area - (Each)

a). Newspaper - 01, b). Scrap Items - 01

Terms & Conditions : Mentioned in Tender Form

Tender forms will be issued from Service Institute Fund on all working days between 1000 hrs to 1300 hrs from 19 September 2025 to 05 October 2025 @ Rs. 200/- (Non-refundable) and Rs. 5000/- for Earnest Money (refundable). Sealed tenders duly filled and signed are to be dropped in the Tender Box kept at Sub Guard Room (Main Gate) at Air Force Station Kalaikunda by 1000 hrs on 06 October 2025. Tenders will be opened at 1130 hrs on 06 October 2025. **Preference will be given to war/ widows of defence personnel martyred on duty/ disabled soldiers/ Ex-servicemen and spouses/ widows of Ex-Servicemen.**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/390/25-26 Dated 18.09.2025	Construction of Surface Drain with Covered Slab from H/O Ganesh Thakur to Shop of Manu Da (Matri Stores) (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.-245 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,53,335.00
WBMAD/ULB/RSM/391/25-26 Dated 18.09.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Laxmi Das to H/O Biraj Saha via Sayantika Apartment to H/O Dipti Biswas (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 245 of Ward No.- 34 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 3,36,437.00
WBMAD/ULB/RSM/392/25-26 Dated 18.09.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Shorab Ali to Joynal Mudi's Shop (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,74,286.00
WBMAD/ULB/RSM/393/25-26 Dated 18.09.2025	Construction of Concrete Road at Iscon Temple near Barendrapara Ration Shop at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,35,153.00
WBMAD/ULB/RSM/394/25-26 Dated 18.09.2025	Construction of Concrete Road from Arka Niyogi House to Ration Gharami House opposite ration shop at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,87,960.00
WBMAD/ULB/RSM/395/25-26 Dated 18.09.2025	Construction of Concrete Road Rajani Apartment to Laha Bari Road near Aghore Sarani in Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-87(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,13,602.00
WBMAD/ULB/RSM/396/25-26 Dated 18.09.2025	Construction of Brick Pavement or Dry Pavement Road From Zakeria Mallick's House to Sri Rupam Das at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-69(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,29,811.00

Bid Submission end date: **27.09.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

পাক অভিযোগ ওড়াল আইসিসি, করমর্দন হবে না সুপার ফোরেও

দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) বিরুদ্ধে আইসিসির তীব্র সমালোচনা ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপ ম্যাচের পর টসের সময়ের এক 'হ্যান্ডশেক বিতর্ক' নিয়ে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছিল, তা একেবারে খারিজ করে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। শুধু অভিযোগ খারিজ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ছ'দফায় বিশ্লেষণ তুলে ধরে বোঝানো হয়েছে যে, অভিযোগ কতটা ভিত্তিহীন ছিল। বুধবার আইসিসির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, পিসিবি অভিযোগ তুললেও কোনও খেলোয়াড় বা দলের সদস্যের বয়ান বা সাক্ষ্য তারা জমা দেয়নি। ফলে অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে কিছুই হাতে আসেনি। পাকিস্তানের দাবি খারিজ করে দেওয়াই শুধু নয়, সূত্রে খবর, আইসিসির তরফে পিসিবিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আগামী রবিবারের ম্যাচেও তারা যেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে না-যায়। পাকিস্তানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইসিসির ব্যাখ্যা, পাইক্রফট কোনও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে এই নির্দেশ দেননি। বরং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) ভেন্যু ম্যানেজারের নির্দেশ মেনে তিনি কাজ করেছেন। টসের সময় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে থাকায়, কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আয়োজক কমিটি, উভয় দলের ম্যানেজার এবং পাইক্রফটের মধ্যে এক প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, টস শেষে আনুষ্ঠানিক করমর্দন না-করাই শ্রেয়। অর্থাৎ এটি ছিল সম্মিলিত পদক্ষেপ, কোনও ব্যক্তিগত উদ্যোগ নয়।

আইসিসির চিঠিতে আরও কড়া ভাষায় বলা হয়েছে, যদি পিসিবির সত্যিই কোনও অভিযোগ থাকে, তবে সেটা এশিয়া কাপ আয়োজক সংস্থা অর্থাৎ এসিসির বিরুদ্ধে করা উচিত। কারণ নির্দেশটি এসেছে আয়োজক এবং সংশ্লিষ্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে। এখানে এক বড়সড় অস্বস্তি তৈরি হয় পাকিস্তানের জন্য, কারণ বর্তমান এসিসি সভাপতি হচ্ছেন পাক বোর্ড চেয়ারম্যান ও মন্ত্রী মহসিন নকভি। কার্যত নিজের বোর্ড চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হবে পিসিবিকে, এমন ব্যঙ্গাত্মক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিয়েছে আইসিসি। ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ শেষ পর্যন্ত পাক বোর্ডের জন্য ব্যুমেরাং হয়েই দাঁড়াল। যদিও তাতে হাল ছাড়ছে না পাকিস্তান। এবার শোনা যাচ্ছে, সুপার ফোরের ম্যাচে নামার আগে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে তারা। সূর্য ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক বৈঠকে পহেলগাঁও হামলার প্রসঙ্গ তুলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেছিলেন, যা গায়ে লেগেছে পাকিস্তানের। তাই তারা সরকারি ভাবে এব্যাপারে আইসিসির কাছে অভিযোগ জানাতে পারে বলে খবর।

ফাইনালে ব্যর্থ নীরজ চোপড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম থ্রোয়েই ফাইনালের টিকিট জোগাড় করেছিলেন নীরজ চোপড়া। কিন্তু জ্যাভেলিনে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালটা খুবই খারাপ গেল নীরজের। মাত্র ৮২.৮৬ মিটার ছুড়ে অষ্টম স্থানে শেষ করলেন তিনি। ব্যর্থ হলেন প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমও। তাঁর স্থান দশম। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন কেশর্ন ওয়ালকট। মাত্র ১৯ বছর বয়সে লন্ডন অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন। ১২ বছর পর জ্যাভেলিনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। টোকিয়োতে ৮৮.১৬ মিটার ছুড়ে সোনা জিতলেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে রুপো জিতলেন গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স। তিনি ছুড়লেন ৮৭.৩৮ মিটার। ৮৬.৬৭ মিটার ছুড়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন আমেরিকার কার্টিস থম্পসন। চমক দিলেও অল্পের জন্য পদক পেল না ভারতের সচিন যাদব। .৪০ মিটার কম ছোড়ায় চারে শেষ করতে হল তাঁকে।

জয় লিভারপুল-পিএসজির, চেলসিকে হারাল বায়ার্নও

লন্ডন, ১৮ সেপ্টেম্বর: অ্যানফিল্ডে বুধবার রাতে ৩-২ গোলে জিতেছে লিভারপুল। অ্যান্ডি রবার্টসনের গোলে লিভারপুল এগিয়ে যাওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান মহম্মদ সালাহ। মার্কোস ইয়োরেন্তের জোড়া গোলে পয়েন্ট পাওয়ার আশা জাগায় আতলেতিকো। কিন্তু শেষ সময়ে তাদের আশা গুঁড়িয়ে দেন ভার্জিল ফন ডাইক। এদিকে নিজেদের মাঠ পার্ক দে প্রিন্সেসে আতালান্তাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে পিএসজি। পিএসজির গোল চারটি করেছেন চারজন। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই শুরুটা করেছিলেন অধিনায়ক মার্কিনিওস। ৩৯ মিনিটে খিচা কাভারাস্কেইয়া আতালান্তার জাল কাঁপালে দুই গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পিএসজি। দ্বিতীয়ার্ধে পিএসজি করে আরও দুই গোল। ৫১ মিনিটে নুনো মেন্দেস আর বদলি নেমে যোগ করা সময়ে গোল করেন গনসালো রামোস। এদিকে ডাচ ক্লাব আয়াক্সের মাঠে ২-০ গোলে জয় পেয়েছে গত আসরের রানার্স-আপ ইন্টার মিলান। ইন্টারের হয়ে জোড়া গোল করেছেন মার্কাস থুরাম। ২০১২ সালে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বায়ার্নকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জিতেছিল চেলসি। এরপর যতবারই চেলসি বায়ার্নের মুখোমুখি হয়েছে ততবারই হেরেছে। বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচেও চেলসিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এবারের লিগে শুভ সূচনা করল জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। এদিনের ম্যাচে জোড়া গোল করেন হ্যারি কেন।

ইরানের ভিসা সমস্যায় দিমি-কামিংসরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আহাল এফকের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের যাত্রাটা হার দিয়ে শুরু করেছে মোহনবাগান। যুবভারতীতে ঘরের মাঠে পরাজিত হয়েছে জোসে মোলিনার দল। পরবর্তী ম্যাচে সেপাহানের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে মোহনবাগান। এই ম্যাচ নিয়ে চিন্তার ভাঁজ কোচ মোলিনার কপালে। তার ওপর আবার ফুটবলারদের ভিসা সমস্যা নিয়ে চিন্তায় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। মোহনবাগান দলে চার জন এমন ফুটবলার রয়েছেন যাঁরা যুক্তরাজ্য বা অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ভারতে এসেছেন। জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, টম অলড্রেড এবং জেমি ম্যাকলারেনকে ইরান পাঠানো নিয়ে বেজায় সমস্যায় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। এই মাসেই সপ্তমীর দিন সেফাহানের বিরুদ্ধে ইরানে ম্যাচ খেলতে নামবে মোহনবাগান।

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 523/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, Date : 18.09.2025.** Date of Publish of Tender: **18.09.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **25.09.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **08.10.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 19/25-26/APAS/T Dated 18.09.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 18/25-26/APAS/T Dated 16.09.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **07.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Renovation and Modification of Chairperson and Vice- Chairperson Chamber at Beldanga Municipality office building premises, Beldanga Murshidabad.	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-06/2025-26	15.70 Lakh	06.10.2025 at 2.00 Pm
2.	Renovation and color washing at Beldanga Municipality Office Building, Beldanga Murshidabad.		12.49 Lakh	
3.	Construction of commercial market at Indira Market North side compound within Beldanga Municipality, ward no. 1	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-07/2025-26	27.86Lakh	06.10.2025 at 2.00 Pm
4.	Construction of commercial market at Indira Market South side compound within Beldanga Municipality, ward no. 1		58.21Lakh	
5.	Construction of commercial market at Indira Market East side compound within Beldanga Municipality, ward no. 1		33.12Lakh	
6.	Supply, Installation, Testing and Commissioning of CCTV at Different Places under Beldanga Municipality	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-08/2025-26	15.48Lakh	26.09.2025 at 5.00 Pm

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

বাংলার এক সাধারণ নারীর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও আত্মনির্ভরশীলতার অসাধারণ কাহিনি নিয়ে তৈরি

বেলা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

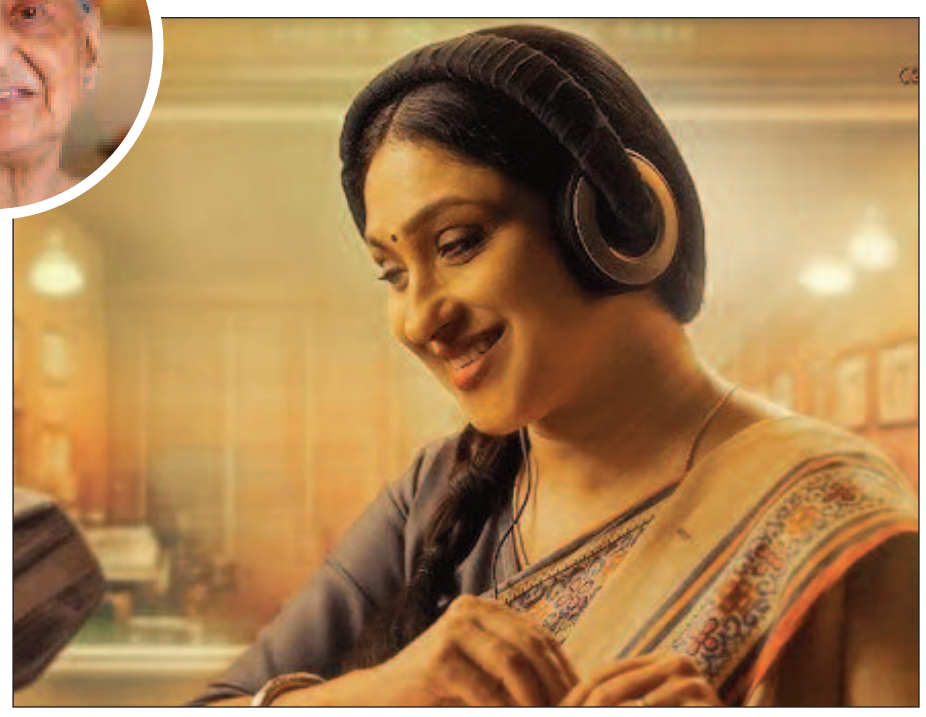

আমাদের সমাজে বর্তমান সময়ের নারীদের যেকোনো পুরুষের সঙ্গে সমান ধারায়, বা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকেও অনেক এগিয়ে থাকা—আজ আর নতুন কোন বিষয় নয়। শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে, নারীদের ক্ষমতায়ণ, নারী স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা এগুলি আজ শুধু কথার কথা নয়, এমনকি বহু ক্ষেত্রেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনা এবং প্রশাসনের দায়িত্বও নারীদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন সমাজকে পুরুষতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হতো। সে সময় কোন একজন নারীর ক্ষেত্রে সমাজে এগিয়ে যাওয়ার পথে বহু বাধা-বিপত্তি, বিপর্যয় এবং সংস্কারমূলক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নাগপাশে বিভিন্ন দক্ষতা নিয়ে জন্মানো বহু প্রতিভাধর নারীকে, তাদের স্বপ্ন, ইচ্ছা, প্রচেষ্টা এবং দক্ষতার বিসর্জন দিতে হয়েছে। ঠিক এইরকম একটি প্রেক্ষাপটের মধ্যে তৎকালীন সমাজে, একজন এগিয়ে থাকা নারী ছিলেন — বেলা দে। বর্তমান প্রজন্মের হয়তো অনেকেই জানেন বা জানেন না এই বেলা দে কে। তৎকালীন সমাজের একটি অবিসংবাদী নাম ছিল - বেলা দে। অল ইন্ডিয়া রেডিও তে কর্মরতা এই বেলা দে সেই সময় বেতারে 'মহিলামহল' নামে খ্যাত একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তৎকালীন সমাজের নারী দের সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে, সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে প্রতিষ্ঠিত হতে, আত্ম পরিচয় গড়ে তুলতে একটি মহান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল অল ইন্ডিয়া রেডিওর এই জনপ্রিয় 'মহিলামহল' অনুষ্ঠানটি এবং তার সঞ্চালিকা বেলা দে। বেতার তরঙ্গে ভেসে আসা বেলা দে এর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অনেক বেশি বল- ভরসা খুঁজে পেতেন তখনকার সংস্কারবদ্ধ সাধারণ ঘরের অসহায় মহিলারা। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বাদের রকমারি রান্নার জন্যও তিনি ছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয়। তার লেখা বিভিন্ন ধরনের রান্নার রেসিপির বই আজও জনপ্রিয় এবং চাহিদার তুঙ্গে। বিস্মৃতির অতল থেকে তৎকালীন সমাজের এই প্রগতিশীল মহীয়সী বেলা দে কে খুঁজে নিয়ে, তার বায়োপিক তৈরির জন্য পরিচালক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় কে কুর্নিশ। ছবিটি শুধুমাত্র একটি বায়োপিক নয়, বরং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং তার মধ্যে থাকা সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারীদের সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতাকে ঠেলে সরিয়ে জীবন সংগ্রামের একটি প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে। ছবির গল্পে বেলা একটি স্কুলে পড়া মেয়ে, শশুর মশাইয়ের পছন্দ হওয়ায় ছোট বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় বেলার। বিয়ের পর বেলার স্বামী ডাক্তারি পড়তে লন্ডনে চলে যায়। বহুদিন স্বামীর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনা বেলা। অবশেষে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, লন্ডনে যায় বেলা। কিন্তু জীবনের গল্প সরল পথে না গিয়ে, অন্যদিকে মোড় নেয়। জটিল জীবনের আবর্তে বেলার জীবন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। কিন্তু জীবন শুধুই সব কিছু কেড়ে নেয় না - কিছু দিয়েও যায়। লন্ডনে বেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক বিদেশিনীর। তারই সাহচর্যে বেলা হয়ে ওঠে রন্ধনে পটিয়সী, সঙ্গীতজ্ঞা, সকল কর্মে নিপুনা, স্বপ্রতিভ একজন নারী। দেশে ফিরে আসে বেলা, প্রবাদপ্রতিম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সাহচর্যে যোগ দেন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। শুরু হয় বেলার সঞ্চালনায় জনপ্রিয় বেতার অনুষ্ঠান 'মহিলামহল' — এর সাথেই শুরু হয় বেলার অনুপ্রেরণায় চার দেওয়ালের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কার ও প্রতিবন্ধকতায় সমাজে কিছুটা পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে চলার অধ্যায়। বেলা দে এর জীবনে এগিয়ে চলার পথে শুধুই ফুল ছড়ানো ছিল না, অজস্র প্রতিবন্ধকতার নাগপাশে জর্জরিত বেলা চেয়েছিলেন, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠে শুধু নিজে এগিয়ে চলা নয় - বরং সমাজের সমস্ত অনগ্রসর নারীদের নিয়ে আলোর পথে, প্রগতির পথে এগিয়ে চলতে। স্বনির্ভরতা, আত্মপরিচয়, নারী- ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি নারী স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে। অবশেষে সফল হয়েছিলেন তিনি, এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তাকে নিজ নামে চিনতেন। এ ছবি দেখতে গেলে, মনের দিক থেকে রিক্ত হতে হয় না বরং মানসিক সমৃদ্ধি এনে দেয়। ঘুরে ফিরে মন যেন কোথাও একটি আশা খুঁজে পায় - অদম্য ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টাকে ধরে রাখলে সব অধরা স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন সম্ভব। একদা সাংবাদিকতার পেশায় কর্মরত অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় তার প্রযোজনা এবং পরিচালনার মাধ্যমে বিস্মৃতির অতল থেকে নস্টালজিক এই চরিত্র বেলা দে এর জীবনীটিকে উপস্থাপনের মাধ্যমে যথার্থ মানুষের গল্প বলেছেন। এই ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামগ্রিক পারফরমেন্স তৎকালীন বেলা দে এবং সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থাকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছে। বেলার চরিত্রে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত তার অসাধারণ অভিনয় শৈলীতে এই ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বেলার বাবার চরিত্রে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, মায়ের চরিত্রে ভদ্রা বসু এবং স্বামী হীরেন দে এর চরিত্রে ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, প্রবাদপ্রতিম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চরিত্রে দেবপ্রতীম দাশগুপ্ত, ইন্দিরা দেবীর চরিত্রে মধুজা বন্দোপাধ্যায়, তৎকালীন সংবাদ পাঠিকা নীলিমা সান্যাল এর ভূমিকায় বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়, বেলার দুই দাদার চরিত্রে পদ্মনাভ দাশগুপ্ত এবং দেবদূত ঘোষ এবং বেলার এক বন্ধু নির্মল এর চরিত্রে সৌরভ চক্রবর্তী প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করেছেন। স্বনামধন্য বাচিক শিল্পী জগন্নাথ বসু এবং বর্তমান প্রজন্মের অত্যন্ত প্রিয় বাচিক শিল্পী মীর আফসার আলী এই ছবিতে তাদের সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে যেন চরিত্র যাপন করেছেন। এছাড়াও এ ছবিতে সাবলীল অভিনয় করেছেন মানসী সিনহা, রাজন্যা মিত্র, বুলবুলি পাঁজা এবং শ্রীজা ভট্টাচার্য। ছবিটির সংলাপ যথেষ্ট হৃদয়স্পর্শী। ফ্ল্যাশ ব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ডের জন্য ছবিটিতে আলাদা রঙের ব্যবহারও যথার্থ। সামগ্রিক সিনেমাটোগ্রাফির কাজও যথেষ্ট প্রশংসা রাখে। অরিজিৎ সিং, সোমলতা আচার্য্য এবং আরো অনেকে এই ছবির জন্য কণ্ঠ দিয়েছেন। রনজয় ভট্টাচার্যের সুরে সোমলতা আচার্য্যর কণ্ঠে 'নিজেকে বেসেছি ভালো' এবং অরিজিৎ সিং এর গাওয়া 'বোবা রাত ঘরে ফেরে না' গান দুটি হৃদয়কে স্পর্শ করবেই। গ্রেমাইন্ড কমিউনিকেশন এর ব্যানারে বড়পর্দায় ছবিটি মুক্তি পেয়েছে গত ২৯ শে আগস্ট ২০২৫।

অরণ্যের দিনরাত্রি

সিনেমার মেমরি গেমস ও বাস্তব জীবনের ছায়া

ডাঃ শামসুল হক

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ১৯৭০ সালে মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিত রায়ের সেই বিখ্যাত সিনেমা অরণ্যের দিনরাত্রি। বিচিত্র চরিত্রের কয়েকজন মানুষকে তিনি তৈরি করেছিলেন সেই ছবিটা। ভিন্ন ভিন্ন পেশার মধ্যেই অবশ্য যুক্ত ছিলেন তাঁরা । কিন্তু প্রত্যেকেই ছিলেন বাস্তববাদী। একের প্রতি অন্যের টানও ছিল নজরকাড়া। তাঁরা সকলেই আবার ছিলেন বহির্মুখীও। হাতে একটু সময় পেলেই পেলেই আবার ছুটেও যেতেন অচেনারই সন্ধানে।

অতএব ছুটি পেয়ে শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই সেদিনও তাঁরা পাড়ি জমিয়েছিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে পালামৌর কাছাকাছি অজানা অচেনা এক স্থানে। ছিল বেশ কয়েকটা দিন জমিয়ে আড্ডা দেওয়ারও ইচ্ছে। তাই থাকার জন্য সেখানে একটা বাংলোও ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁরা।

জঙ্গলের প্রতি তাঁদের ছিল নিবিড় আকর্ষণ। তাই চেনা অচেনা অজস্র গাছগাছালি এবং পাহাড় ঘেরা নির্জন সেই জায়গাটাকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। খেলার প্রতিও তাঁদের ছিল বিশেষ টান। তবে ইনডোর গেমের প্রতি ছিল তাঁদের অন্য এক ধরণের আকর্ষণ।

সেদিন সকলে মিলে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মজেছিলেন একটা মেমোরি গেমেই। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন ছয় জন। চার জন পুরুষ আর দুজন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে ছিলেন অসীম ওরফে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, হরি সমিত ভঞ্জ এবং শেখর চরিত্রে রবি ঘোষ। আর মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অপর্ণা ওরফে শর্মিলা ঠাকুর এবং জয়ার ভূমিকায় কাবেরী বসু।

খেলা বেশ জমে উঠেছিল। বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল সিনেমার পর্দাও। মেমরি গেমের নিয়ম অনুযায়ী একে একে আউটও হচ্ছিলেন তাঁরা। প্রথমে আউট হন জয়া অর্থাৎ কাবেরী বসু। তারপর সমর, মানে রবি ঘোষ। তিন নম্বরে হরি ওরফে শমিত ভঞ্জ। চারে আউট হন শেখর। অভিনেতা ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। মেমরি গেমে আউট হওয়া সর্বশেষ চরিত্র অসীম ওরফে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আর অপরাজিত অবস্থায় থেকে যান অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর। যিনি অভিনয় করছিলেন অপর্ণা চরিত্রে।

এবার আসা যাক বাস্তব জীবনের ঘটনায় । সেই সিনেমার পর তাঁরা আরও অনেক ছবিতেই অভিনয় করেছেন। অনেক ছবি হিটও হয়েছিল। দর্শকরাও তৃপ্ত হয়েছেন। তারপর দিন কেটেছে। বেড়েছে তাঁদের বয়সও। একে একে মৃত্যুর দিকে এগিয়েও যেতে হয়েছে তাঁদের। প্রথমেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় অভিনেত্রী কাবেরী বসুকে। ১৯৭৭ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি।

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখে মৃত্যু হয় অভিনেতা রবি ঘোষের। সেদিনের মেমরি গেমে আউট হওয়া তৃতীয় অভিনেতা হলেন শমিত ভঞ্জ। আর বাস্তবে তাঁরও মৃত্যু হয়েছিল সেই তিন নম্বরেই। ২০০৩ সালের ২৪ জুলাই মারা যান তিনি। ক্যানসার রোগের শিকার তিনি। মাত্র আটান্ন বছর বয়সেই এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে।

অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ২০০৭ সালের ৫ জুলাই। শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় তিনি ভুগছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। আর সেই রোগই হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ। তিনি নিজেও একজন চিকিৎসক ছিলেন। কলকাতার আর.জি.কর মেডিকেল কলেজের একজন কৃতী ছাত্রও ছিলেন তিনি। সিনেমার টানেই নিজস্ব পেশা থেকে সরে এসে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। অনেক হিট ছবির নায়কও ছিলেন। কিন্তু নিজে একজন চিকিৎসক হয়েও নিজের শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজনটাও তিনি কখনই অনুভব করার চেষ্টা করেননি।

মেমরি গেমের আউট হওয়া পঞ্চম ও শেষ ব্যক্তিটা হলেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সিনেমা জগতে তাঁর অবদান যে কতখানি সেটা মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করেন সিনেমাপ্রেমী সকল মানুষজনই। বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। অভিনয় করেছেন খল নায়কের ভূমিকাতেও। আর সব ধরণের চরিত্রাভিনয়ের জন্য সাফল্য হেতু নানান সময়ে নানান পুরস্কারে সম্মানিতও হয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু চলচ্চিত্র জগতের অপূরণীয় একটা তো নিশ্চয়ই । ২০২০ সালের ১৫ ই নভেম্বর কলকাতায় তার মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ জন এখনও পর্যন্ত সুস্থ এবং সবলভাবেই বেঁচে আছেন আমাদেরই মাঝে। আর ঈশ্বরের কি অপূর্ব খেলা, অরণ্যের দিনরাত্রি সিনেমার রূপালী পর্দায় মেমরি গেমে ঘটেছিল যে ধরনের ঘটনা বাস্তবেও ঘটতে চলেছে ঠিক তেমনটাই। সেদিনের সেই গেমে অপরাজিত ছিলেন তিনি। আর জীবন যুদ্ধের খেলায় এখনও পর্যন্ত তিনি নট আউট।

সিনেমার পর্দায় অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের অবদানও কম নয়। এখন অভিনয় জগত থেকে বিদায় নিলেও টলিউড, বলিউড সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। এসেছে প্রচুর সাফল্য। পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও।

অনেক দিন আগে অরণ্যের দিনরাত্রি সিনেমার সেই যে মেমরি গেম এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের মুখোমুখি করছে অনেক কৌতুহলেরও। মনে পড়ে যায় মহান পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কথাও। অবশ্যই মনে পড়ে কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও কথা। তাঁরও আজ নেই আমাদের মাঝে। কিন্তু আছে তাঁদের সমস্ত সৃষ্টিই। সেদিনের সেই মেমরি গেমে পর পর আউট হওয়ার ঘটনার সঙ্গে মিলে গেছে বাস্তবের ছবিটাও। সেদিনের সেই খেলায় মগ্ন থাকা মোট ছজন অভিনেতা অভিনেত্রীর একে একে আউট হওয়ার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে তাঁদের মৃত্যুক্ষণও। তাইতো মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, সবটাই কি কাকতালীয়। নাকি লেখক অথবা পরিচালকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরই এক প্রতিফলন মাত্র?

অপারেশন সিঁদুর থিমের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানাল ইয়ং বয়েজ

শুভাশিস বিশ্বাস

পুজোর কয়েকটা দিন প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়ে মধ্য কলকাতার পুজো দেখবেন না তা হতেই পারে না।কারণ, মধ্য কলকাতা জুড়ে রয়েছে কলকাতার বেশ কয়েকটা ঐতিহ্যশালী পুজো। এদের প্যান্ডেল থেকে প্রতিমা সবই হয় নজরকাড়া। মধ্য কলকাতার এই ঐতিহ্যশালী পুজোর মধ্যে অবশ্যই থাকবে ইয়ং বয়েজের নামও।

গত কয়েক বছর ধরে মধ্য কলকাতার এই ক্লাব দুর্গাপুজো প্যান্ডেলে তুলে ধরেছে একের পর এক থিম। যেমন ২০২২-এ এই পুজো উদ্যোক্তারা তৈরি করেছিলেন 'ময়ূরপঙ্খী নৌকা'। যেখানে তুলে ধরা হয়েছিল বঙ্গ ঐতিহ্যের এক দিককে। এরপর ২০২৪-এর*'এক টুকরো আকাশ'-ও বেশ নজর কাড়ে। কারণ এখানে তুলে হয় কলকাতার শহুরে উন্নয়নের সমস্যাকে। যেখানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতার বুকে তৈরি দীর্ঘাকার সব বিল্ডিং।

এ বছরের ৫৭ তম বর্ষে ইয়ং বয়েজের তরফ থেকে তুলে ধরা হচ্ছে এই মুহূর্তে ভারতের সবথেকে আলোচিত এক রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু 'অপারেশন সিঁদুর'। গভীর রাতের যে অপারেশনে একে একে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিলাল, কোটলি, গুলপুর, বার্নালা ক্যাম্প, আব্বাস ক্যাম্প, সার্জাল ক্যাম্প- শিয়ালকোট, মেহমুনা ক্যাম্প- শিয়ালকোট, মার্কাজ তইবা মুরিদকে ও ভাওয়ালপুর- জইশ-ই মহম্মদের মূল কার্যালয় দুরমুশ করে দেওয়া হয়। এই 'অপারেশন সিঁদুর' সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সামনে আনেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই মহিলা সেনা আধিকারিক কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। তাঁরা জানিয়েছিলে, দীর্ঘ দিন ধরে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে। সেজন্য পাকিস্তানের মোট ন'টি ঘাঁটিকে নিশানা করা হয়। সেগুলিকে পুরো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপরই ব্যোমিকা ও সোফিয়ারা কোথায় কোথায় কেন হামলা চালানো হয়েছে, তারও একটি তালিকা দেন। পাশাপাশি তাঁরা জানান 'অপারেশন সিঁদুর'-এ পাক সেনাঘাঁটি বা সাধারণ কোনও নাগরিককে নিশানা করা হয়নি। এমনকী কোনও সাধারণ নাগরিকের ক্ষতি করা হয়নি। নির্দিষ্ট ভাবে কিছু বিল্ডিংয়ে হামলা হয়েছে। পাকিস্তানের সেনা ঘাঁটিতে কোনও হামলা হয়নি। প্রযুক্তির সাহায্যে ওই ভবনগুলি ভাঙা হয়। তবে এই অপারেশন সিঁদুর' নাম রাখার কারণের পিছনে রয়েছে এক প্রেক্ষিত। সেনা সূত্রের খবর, 'অপারেশন সিঁদুর' নামে সায় দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নামেই পহেলগাঁওয়ের ঘটনার যোগ্য জবাব দেওয়া যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর যে ভাবে হামলা হয়েছিল, 'অপারেশন সিঁদুর' নামে তার ছায়া রয়েছে। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গি হামলার ঘটনায় মূল নিশানা ছিলেন পর্যটকেরা। অভিযোগ, জঙ্গিরা ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করে বেছে বেছে গুলি করেছিলেন পর্যটকদের। মহিলা বা শিশুদের মারা হয়নি।

তাঁদের চোখের সামনে খুন করা হয়েছিল পুরুষদের। কেউ হারিয়েছেন স্বামীকে, কেউ সন্তানকে বা অন্য কোনও গুরুজনকে। পহেলগাঁওয়ে নিহতদের অধিকাংশই স্ত্রী-পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন। স্ত্রীদের সামনেই তাঁদের স্বামীকে খুন করা হয়। তারই প্রত্যাঘাত হিসেবে 'অপারেশন সিঁদুর' নামটি যেন আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, হিন্দু মহিলারা সাধারণত কপালে সিঁদুর পরে বিবাহের চিহ্ন বহন করেন। অভিযোগ, পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিরা সেই চিহ্ন মুছে দিয়েছে। নিহতদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁদের সদ্য বিয়ে হয়েছিল। তাঁরা মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিলেন। ওই ঘটনার পর সদ্যবিধবা মহিলাদের করুণ ছবি সমাজমাধ্যমে ছেয়ে গিয়েছিল। বিশেষ ভাবে ভাইরাল হয়েছিল হরিয়ানার নৌসেনা আধিকারিক বিনয় নরওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী নরওয়ালের ছবি। উপত্যকার মাঝে স্বামীর নিথর দেহ আঁকড়ে তাঁকে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ঘটনার দিন কয়েক আগেই বিয়ে হয় তাঁদের। ওই ছবিটিই ভারতের প্রত্যাঘাতের প্রতীকী ছবি হয়ে উঠেছে, বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকেরা।

আর এই অপারেশন সিঁদুরকেই এবারের পুজো মণ্ডপে তুলে ধরছে ইয়ং বয়েজ ক্লাব। যেখানে কাপড়, ফাইবার আর পেইন্টের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে ভারতীয় সেনার ট্যাঙ্ক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সব কিছুই। একইসঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হবে সেনাবাহিনীর দুই মহিলা সেনা আধিকারিক কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং-এর প্রতিকৃতিও। আলোকসজ্জাও করা হচ্ছে থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। অর্থাৎ, সামগ্রিক ভাবে এবারে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের মণ্ডপে পা রাখলে প্রত্যেকের ফের একবার মনে পড়ে যাবে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সেই মুহূর্ত।

অপারেশন সিঁদুর এই থিমের সৃজনে রয়েছেন শিল্পী দেবশঙ্কর মহেশ। থিমের সঙ্গে মিল রেখে তৈরি হবে প্রতিমা। প্রতিমার রূপদান করছেন শিল্পী কুশধ্বজ বেরা। ইয়ং বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা হয় সাবেকি ঘরানাতেই। তবে এবছরের প্রতিমায় কোথাও একটু সেই সাবেকি ঘরানার সঙ্গে থাকবে থিমের মিশেল। আর প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্বে 'দেবশঙ্কর মহেশ অ্যান্ড হিজ টিম'।

কলকাতার ব্যস্ততম অঞ্চলে এক রাস্তার ওপর পুজো হওয়ায় পঞ্চমীতেই পুজো উদ্বোধন করতে হচ্ছে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তাদের। উদ্বোধন করবেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। তবে এবার যেহেতু থিম 'অপারেশন সিঁদুর' সেই কারণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নজর কাড়বে ইস্টার্ন কমান্ডের সেনা কর্তাদের উপস্থিতি। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি হয় এক বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। সেখানে অংশ নিতে দেখা যাবে মুম্বইয়ের এক প্রখ্যাত শিল্পীকেও।

এই প্রসঙ্গে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তা বিক্রান্ত সিং-জানান, তারা প্রত্যেক বছর বিভিন্ন ধরনের থিমের পুজো করেন, কিন্তু এবার যেহেতু পাকিস্তানের উপর ভারত সরকার অপারেশন সিঁদুর লঞ্চ করেছে এবং তা সাফল্য পেয়েছে। সেই কারণেই দেশের বীর সৈনিকদের কুর্নিশ জানাতে এই উদ্যোগ নিয়েছে তাঁরা। নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পুজোর চারটে দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একাদশী বিরাট শোভাযাত্রা করে মাকে বিদায় জানাবেন ইয়ং বয়েজ ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তারা।মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে এরপর আবার সেই এক বছরের প্রতীক্ষা।